নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা
সারা বাংলা জুড়ে

নারী দিবস
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন – ০৫ চৈত্র, ১৪৩২ ঃ ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ , ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 20, 14 March - 20 March 2026
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইরান–ইসরায়েল–আমেরিকা যুদ্ধের ফলে ভারতে বেড়ে

গেল রান্নার গ্যাসের দাম। গৃহস্থদের জন্য সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা বেড়ে হল ৯৩৯ টাকা। খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য বাড়লো ১১৪ টাকা। একটা গ্যাসের ২৫ দিন পরে বুক করতে হবে আর একটা।

রবিবার : সাঁওতালদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এসে

দার্জিলিংএ চরম অপমানিত হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিধাননগরে যেখানে কনফারেন্স হওয়ার কথা ছিল সেখানে অনুমতি দেয় নি রাজ্য। বিকল্প গোসাঁইপুরে ছিল না কোন ব্যবস্থা। বিধাননগরে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

সোমবার : পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন চাপানউতোর

তুঙ্গে তখন বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশিকে বনগাঁ–বাগদা রোড থেকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ।

মঙ্গলবার : অতীতে নির্বাচন কমিশন শাস্তি দিলেও বিধির মেয়াদ

ELECTION COMMISSION OF INDIA
PRESS CONFERENCE
on
POLL PREPAREDNESS
FOR
GENERAL ELECTION TO LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WEST BENGAL

ফুরোলে সেই শাস্তি মকুব করে দিত রাজ্যের সরকার। এবার কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় এসে জানিয়ে দিয়ে গেল দেড় মাসের নয়, তাদের মেয়াদ ও এক্তিয়ার দীর্ঘকালীন।

বুধবার : দেশে এই প্রথম ভোটারদের বিচার নিস্পত্তিতে

আপিল শুনতে আলাদা ট্রাইবুনাল গঠনের কথা বলল সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রাথমিক বিচারে নাম বাদ গেলে আবেদন করতে হবে ট্রাইবুনালে।

বৃহস্পতিবার: ২০১৩ সাল থেকে কোমায় চলে যাওয়া হরিশ

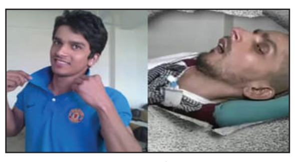

রানার বাবা ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ২০২৪ সালে পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদন জানিয়েছিলেন দিল্লি হাইকোর্টে। প্রথমে সে আবেদনে সাড়া না দিলেও এতদিন পরে তাতে সায় দিয়ে নজির সৃষ্টি করল সুপ্রীম কোর্ট।

শুক্রবার: ইসরায়েল–আমেরিকার আক্রমণের শোধ তুলতে

হরমুজ প্রণালী আটকে দিয়ে ভারত সহ বহু দেশের তেলের ট্যাংকার আটকে দিয়েছে ইরান। ভারত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজেদের কয়েকটি ট্যাংকার বার করে নিয়ে এল। অথচ আমেরিকা ও গ্রীসের ট্যাংকার উড়িয়ে দিল ইরান।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

আদালতের রায়ে গুরুত্ব বাড়লো নির্বাচকদের, তবু ভোট নিয়ে ধন্দ

ওঙ্কার মিত্র

প্রায় ৭৫ বছর ধরে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলা স্বাধীন ভারতের নির্বাচনের যাত্রাপথে একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে কলুষিত করার প্রচেষ্টা জারি থেকেছে অন্যদিকে তাকে বাঁচাবার প্রক্রিয়াও উদ্ভাবিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন নামক উর্বর মস্তিস্ক থেকে। ক্ষমতার লোভ যেমন জন্ম দিয়েছে রিগিং, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস তেমনি এদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে সচিত্র পরিচয় পত্র, ইভিএম, ভিভিপ্যাট, সিসি ক্যামেরা, ভিডিওগ্রাফি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা। এমনকি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাউকে পছন্দ না করার অধিকার, 'নোটা'। বলতে দ্বিধা নেই যে এত কিছু করার পরেও কিন্তু বহু মানুষ এখনও ভোট সম্পর্কে উদাসীন। বহু মানুষ এখনও ভোটাধিকার প্রয়োগের মত সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে বিরত থাকে। যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয় তারাও মনে মনে ভোট সম্পর্কে একটা চরম অশ্রদ্ধা পোষণ করে কারণ, তাদের বদ্ধ ধারণা ভোটের মাধ্যমে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন সে মানুষের একশো শতাংশ বন্ধু হতে পারবে না। বরং নির্বচিত হবার পর মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না। আবার এই কারণেই তালিকায় যাদের নাম ওঠেনি তারাও তা নিয়ে তেমন সিরিয়াস নয়। অর্থাৎ ভোট মানুষের মনে একটা নেতিবাচক বিষয় হিসাবেই স্থান করে নিয়েছে।

অথচ এবারের এসআইআর কোনো এক অজানা জাদুতে এই নেগেটিভ আবহটাকে একেবারে পজিটিভে পরিণত করে দিয়েছে। এনুমারেশন ফর্ম পূরণে উন্মাদনা, নথি সংগ্রহের মরিয়া চেষ্টা, ছবি তুলতে দীর্ঘ লাইন ও শুনানীতে উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে ভোটার হিসাবে স্বীকৃতি কতটা জরুরী। আর এই স্বীকৃতিকে মান্যতা দিয়ে ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্প্রতি যে দুটি রায় দিয়েছে তা নজিরবিহীন। ভোটার যাচাই করতে বিচারকদের অংশগ্রহণ এবং আপিলের সুযোগ দিতে ভোটার ট্রাইবুনাল গঠন নিঃসন্দেহে ভারতের বিচার ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ভারতের বিচার ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রশাসন ব্যর্থ হলে গণতন্ত্র রক্ষা করতে তারা সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নামতে সামান্য কুণ্ঠা বোধ করবে না।

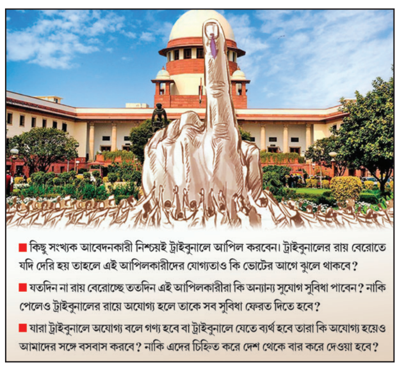

- কিছু সংখ্যক আবেদনকারী নিশ্চয়ই ট্রাইবুনালে আপিল করবেন। ট্রাইবুনালের রায় বেরোতে যদি দেরি হয় তাহলে এই আপিলকারীদের যোগ্যতাও কি ভোটের আগে ঝুলে থাকবে?
- যতদিন না রায় বেরোচ্ছে ততদিন এই আপিলকারীরা কি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন? নাকি পেলেও ট্রাইবুনালের রায়ে অযোগ্য হলে তাকে সব সুবিধা ফেরত দিতে হবে?
- যারা ট্রাইবুনালে অযোগ্য বলে গণ্য হবে বা ট্রাইবুনালে যেতে ব্যর্থ হবে তারা কি অযোগ্য হয়েও আমাদের সঙ্গে বসবাস করবে? নাকি এদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হবে?

এতো হল সময়ের দর্পনে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা। যদিও সুপ্রীম কোর্টের নজিরবিহীন রায়ের পরেও থেকে গেছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০/১২ দিনে যে ১৫ লক্ষ ভোটারের বিচার সম্পূর্ণ হয়েছে তার ৪০ শতাংশ বাতিল বলে গণ্য হতে চলেছে। এই হিসাবকে যদি গড় বলে ধরা যায় তাহলে ৬০ লক্ষ মোট বিচারাধীনের ২৪ লক্ষ নাম বাতিল বলে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ এই ২৪ লক্ষ ভোটার এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়ে দেশে তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করলেও ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হতে চলেছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আবেদনকারী নিশ্চয়ই ট্রাইবুনালে আপিল করবেন। এক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের রায় বেরোতে যদি দেরি হয় তাহলে এই আপিলকারীদের যোগ্যতাও ভোটের আগে ঝুলে থাকবে। তাহলে যতদিন না রায় বেরোচ্ছে ততদিন এই আপিলকারীরা কি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন? নাকি পেলেও ট্রাইবুনালের রায়ে অযোগ্য হলে তাকে সব সুবিধা ফেরত দিতে হবে? ট্রাইবুনালের বিচারের আগে যদি ভোট ঘোষণা হয়ে যায় এবং তার পরে যারা ট্রাইবুনালে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তারা কি তাকে বাদ দিয়ে ভোট না করার আবেদন জানাতে পারবে? আর যারা ট্রাইবুনালে অযোগ্য বলে গণ্য হবে বা ট্রাইবুনালে যেতে ব্যর্থ হবে তারা কি অযোগ্য হয়েও আমাদের সঙ্গে বসবাস করবে? নাকি এদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হবে? আবার এমন প্রশ্নও সামনে আসছে যে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত তালিকায় যাদের নাম উঠেছে তাদের নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে তারাও কি ট্রাইবুনালে যেতে পারে? এসব প্রশ্নের কোনো মডেল উত্তর নেই। এর আগে বিচার বিভাগীয় অধিকারিকদের যোগ্য অযোগ্য ভোটার বাছতে হয়নি বা ভোটারদের জন্য ছিল না কোনো ট্রাইবুনাল।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভোটের আগেই সাগরে হিংসা, অবাধ নির্বাচন নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সম্প্রতি রাজ্যে এসে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হবে। 'জিরো পার্সেন্ট টলারেন্স' তিনি সহ্য করবেন না। সেই প্রতিশ্রুতির রেশ কাটতে না কাটতেই পরের দিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের শ্রীধাম এলাকায় বাসস্ট্যান্ডে প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি নেতা ত্রিলোকেশ ঢালিকে কাছ থেকে গুলি করে আততায়ীরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিজেপি নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, তিনি বিপদমুক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভোট তো এখন ঘোষণাই হল না তাহলে ভোট ঘোষণার পর কিংবা ভোট পরবর্তী সময়ে কি পরিস্থিতি এখানে হবে সেই ভেবে অনেকেই আতঙ্কিত। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় রুটমার্চও চলছে। ২০২১ সালেও

আমরা দেখেছি ভোটের আগে এবং ভোটের ফল ঘোষণার পরবর্তী সময়ে এরাজ্যে কিভাবে হিংসা ও সন্ত্রাস দাপিয়েছিল। এবারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, ২০২১ সালে কোন কোন এলাকায় হিংসা হয়েছিল, সেই সময় থানার কারা কারা ওসি বা আইসি ছিলেন বিচার বিভাগীয় কোন তদন্ত হয়েছিল কিনা তার খতিয়ান দেখতে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জানেন না তিনি যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিলেন সেই প্রতিশ্রুতি আদৌ এ রাজ্যে বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নিয়ে হাজার প্রশ্ন আছে। সাগরের এই ঘটনায় চোখে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই শুটআউট কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম পরিতোষ প্রামাণিক, যিনি সাগরের দক্ষিণ হারাধনপুর এলাকার বাসিন্দা। তবে ঘটনার মূল শুটার এখনও অধরা বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত পরিতোষকে জেরা করে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে যে, এই ঘটনার পেছনে কোনো পুরনো পাওনা টাকার লেনদেন সংক্রান্ত বিবাদ থাকতে পারে। তবে বিজেপি নেতৃত্ব এই দাবি মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রশাসনই করবে ভোটের দফা নির্ধারণ

প্রিয়ম গুহ : পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভোট ঘোষণার। ইতিমধ্যেই কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার সহ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ঘুরে গিয়েছে। মিটিং হয়েছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ধমক খেতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিকদের।

সাংবাদিক সম্মেলন করে জ্ঞানেশ কুমার জানান, ২০২৬–এ পশ্চিমবঙ্গের ভোটের পরিকল্পনা। বয়স্ক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যেমন ব্যবস্থা ছিল তেমনই থাকবে। এমনকি বেশি বয়স্কদের জন্য বাড়িতে ভোটের ব্যবস্থা করা হবে। প্রার্থীদের রঙিন ছবি এবং বড় অক্ষরের নাম লেখা থাকবে ইভিএম ব্যালটে। বাইরে মোবাইল রাখার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়াও ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর কত শতাংশ ভোট পড়লো তা তুলে ধরা হবে ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে। সকল ভোট দাতাদের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপসের মাধ্যমে দেখার কথা জানিয়েছেন তিনি। নতুন ভোটারদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে ইআরওদের নিযুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন কলেজে সচেতনতা বাড়াতে।

FOR
O LEGISLATIVE ASSEM
12:30PM Onwards
Dr. S. S. Sandhu
Shri Gyanesh Kumar
Dr. Vivek Joshi

এরপর পাঁচের পাতায়

বিচারকেই সুপ্রীম আস্থা, ভোট করবে

কুনাল মালিক

সম্প্রতি এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি শুনানি ছিল। রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা বর্তমানে বিচারাধীন ভোটার তালিকা নিয়ে যে সমস্ত বিচারকরা কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এমনকি যাদের নাম শেষ পর্যন্ত ভোটার তালিকায় উঠবে না তারা কিভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়। প্রথমে ঠিক ছিল যে যাদের নাম বাদ পড়বে তারা জেলাশাসকের কাছে ৬ নম্বর ফর্মে তথ্য দিয়ে নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু এদিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা জানিয়ে দিয়েছেন, এসআইআরের অন্তিম পর্বে বিচারকদের উপরেই আস্থা রাখছে কোর্ট। তাদের কাজের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেউ হস্তক্ষেপ করলে তাদের আইনগত শাস্তিও দেওয়া হতে পারে। আর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে নির্দেশ দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন বিচারপতিদের নিয়ে একটি ট্রাইবুনাল করে দিতে। কোন বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে তারা ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন করতে পারবেন। ট্রাইবুনালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে। সুতরাং এটা পরিষ্কার এসআইআর পর্বের পর যে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছে সেটা ধরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। পরবর্তী সময়ে নমিনেশনের আগের দিন পর্যন্ত যাদের নাম চেক করার পরে বৈধ বলে মনে করবেন বিচারকরা তা ধীরে ধীরে ভোটার তালিকায় সংযোজিত হয়ে যাবে।

২৮ ফেব্রুয়ারি যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

কন্যাশ্রীতে কাটমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জে কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষাসদন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ওই স্কুলের এক ছাত্রী বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, নামখানার বাসিন্দা ফ্রেজারগঞ্জের নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষাসদন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী পৃথ্বীকা দাসকে কন্যাশ্রীর ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য একদিন স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভ্রনীল প্রামাণিক তাকে অভিভাবককে নিয়ে আসতে বলেন। তার বাবা প্রভাত দাস স্কুলে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় স্কুলের উন্নয়নের অজুহাত দেখিয়ে তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিষাক্ত ধোঁয়ায় হাঁসফাঁস

প্লাস্টিক কারখানা ঘিরে বিক্ষোভে উত্তাল সুপুর

বিশাল দাস, বোলপুর : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঠিক পাশেই প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা। আর সেই কারখানা থেকে বের হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দারা। শিশু থেকে গর্ভবতী মহিলা—সকলেই স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপুর গ্রামে ১২ মার্চ উত্তাল বিক্ষোভে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি, জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে এই প্লাস্টিক কারখানা অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে, নইলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। সুপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বহু বছর ধরে এখানে চালু রয়েছে। সিপিএম আমল থেকেই এই কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেয়ে আসছেন। কিন্তু পরবর্তীতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঠিক পাশেই একটি প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি করা হয়। সেই থেকেই সমস্যার সূত্রপাত বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

এরপর দুয়ের পাতায়

ইরান যুদ্ধের আঁচ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকায়

রবীন দাস

মধ্যপ্রাচ্যে চলতে থাকা যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব এবার এসে পড়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকায়। মূলত বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সংকটের কারণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারছেন না বহু ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবী। ফলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী পরিবার।

জানা গিয়েছে, সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ মৎস্য ট্রলারে এখন রান্নার জন্য বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে প্রায় ১২ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত সমুদ্রে থাকতে হয়। একটি ট্রলারে সাধারণত ১৫ থেকে ১৭ জন মৎস্যজীবী থাকেন। এতদিন তাদের খাবার রান্নার জন্য একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাজারে বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবীরা। অভিযোগ, চড়া দাম দিয়েও পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে মৎস্যজীবী রতন দাস জানান, 'প্রায় ৪ দিন আগে আমরা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে উপকূলে ফিরেছি। ১০ মার্চ আবারও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গ্যাস সিলিন্ডার না পাওয়ায় বড় সমস্যায় পড়েছি। সমুদ্রে গেলে প্রায় ১৫ দিন থাকতে হয়। সেখানে ১৭ জনের রান্না করতে হয়। কিন্তু এখন গ্যাস সিলিন্ডারই পাওয়া যাচ্ছে না। সরবরাহ কম বলে জানানো হচ্ছে।'

সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'আগে ট্রলারগুলিতে উঁচু উনুনে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে রান্না করা হত। সেই সময় মৎস্যজীবীরা সুন্দরবনের বিভিন্ন জঙ্গলে গিয়ে গাছ কেটে জ্বালানি সংগ্রহ করতেন। পরে গ্যাস ব্যবহারের ফলে সেই প্রবণতা অনেকটাই কমে যায় এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষা পায়।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু এখন যদি আবার গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে অনেকেই বাধ্য হয়ে জ্বালানি কাঠের দিকে ফিরে যেতে পারেন। এতে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উপর নতুন করে চাপ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'

ফলে একদিকে যেমন মৎস্যজীবীদের জীবিকা সংকটে পড়ছে, তেমনি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে সুন্দরবন জুড়ে। এখন দ্রুত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি তুলেছেন ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবীরা।

আন্দোলনের পথে কাজ হারানো শ্রমিকরা

সুকান্ত কর্মকার

ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড(আইওসিএল) ইন্ডেন গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারদের প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডার গ্রাহকদের ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ডেলিভারিম্যানের প্রদান করে থাকেন ৩৩ টাকা ৩৪ পয়সা। বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিবিউটার চন্দ্রা গ্যাস এজেন্সি তার থেকে ২১ টাকা ৩৪ পয়সা আত্মসাৎ করে দীর্ঘদিন ডেলিভারিম্যানদের প্রদান করে আসছিলেন সিলিন্ডার পিছু মাত্র ১২ টাকা। এটা জানাজানি হলে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরীর দাবী জানালে ডিস্ট্রিবিউটার তাদের কাজ কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেয়। ফলে শ্রমিকরা সংগঠিত হন এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ধর্মঘটে সামিল হতে একান্তভাবেই বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত প্রশাশনিক হস্তক্ষেপে জেলার সি আইটিইউ, এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি ও এইসিসিটিইউ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ডিস্ট্রিবিউটার শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য সিলিন্ডার পিছু ৩ টাকা মজুরী বৃদ্ধি করে জানান যে ২০২৬'র মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটারের দেওয়া ওই সময় পেরিয়ে গেলেও আলোচনায় না বসে উনি ডেলিভারিম্যানদের জব্দ করতে তাদের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করেন। ডেলিভারিম্যানদের কাজ কমিয়ে দেওয়া, যে লাইনে দশকের পর দশক কাজ করে আসছে তা পাল্টে দেওয়া, গ্রাহকদের শহরের অন্য ২ জন ইন্ডেনের ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া শুরু করেন–এমনকি ৬জন ডেলিভারিম্যানের কাজ স্বম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর গতকাল ১০ মার্চ থেকে তাদের মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে দিয়ে এবং পাশাপাশি অনলাইন গ্যাস বুকিং বন্ধ করে দিয়ে মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য গ্যাস সঙ্কটের আবহয়ে অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করে গ্রাহকদের লাইন দিয়ে গ্যাসের টাকা জমা দিয়ে স্লিপ সংগ্রহ করে গোডাউন থেকে সিলিন্ডার সংগ্রহের পথে ঠেলে দেন।

GODOWN TIMING
9:30A.M.- 1:30P.M. & 2:30P.M.- 4:00P.M.
SUNDAY HALF- 9:30A.M.- 1:30P.M.

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

বাজার এখন তেল নির্ভর

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও হরমুজ প্রণালীতে তেলবাহী জাহাজের প্রবেশ রোধ করার জন্য দেশীয় অর্থনীতিতে এক ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যার ফলে অত্যাবশ্যকীয় জরুরি পরিষেবা আইন এসমা জারি করতে কেন্দ্র সরকার বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় বাজার উপরে যাওয়ার ক্ষেত্রে যখনই বাউন্স ব্যাক আসছে তখনই নতুন করে সেল তৈরি হচ্ছে। সুতরাং সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভারতীয় বাজারে নতুন করে ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অনুযায়ী ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি আজ বুধবার যখন লিখছি তখন ২৪,১৫০–এর কাছাকাছি যা উপরের দিকে ২৪,৬০০ থেকে ২৬,৮০০ এবং নিচের দিকে ২৩,৪০০ লেভেলে ভালো সাপোর্ট রয়েছে। বড় কোনও ঘটনা না ঘটলে আগামী সপ্তাহে এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা। তবে ভারতীয় ভোলাটিলিটি ইনডেক্স সূচক এই মুহূর্তে ১৯ পয়েন্ট এর কাছাকাছি যা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে অসচ্ছন্দকেই নির্দেশ করছে। যতক্ষণ না ভিক্স ১৫–এর নিচে আসছে ততক্ষণ বাজার স্বাভাবিক হচ্ছে না বলেই অনুমান করতে হবে। অন্তত: আজকের দিন পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

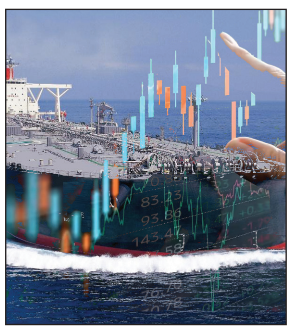

বিক্ষোভে উত্তাল সুপুর

প্রথম পাতার পর

তাদের আরো অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক বর্জ্য ও আবর্জনা এনে ওই ইউনিটে জমা করা হয়। পরে সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের সময় তীব্র দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসা ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে কাশি, শ্বাসকষ্ট ও অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। একই সঙ্গে গর্ভবতী মহিলারাও ওই কারখানার গন্ধ ও দূষণের কারণে সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই দূষণ নিয়ে তারা একাধিকবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। লিখিতভাবেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এতদিনেও প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে কারখানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, সরকার একদিকে শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যের কথা বলে নানা প্রকল্প চালু করছে, অথচ সেই শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশেই এমন দূষণকারী কারখানা তৈরি হতে দেওয়া হয়েছে। এতে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি অন্যত্র সরানো না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেয়।

তবু ভোট নিয়ে ধন্দ

প্রথম পাতার পর

ফলে এক্ষেত্রে রেফারেন্স জাজমেন্টের কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে যে ভোটারদের এতদিন একটা ভোট দেওয়া ছাড়া তেমন গুরুত্ব ছিল না বা যাদের নাম স্থানীয় বিএলও, সুপারভাইজার, এইআরও, ইআরওদের ইচ্ছায় বাদ দেওয়া বা তালিকাভুক্ত করার অভিযোগ উঠতো তাদেরই এখন আইনের আওতায় গুরুত্ব বেড়ে গেল অনেকটা। এখন একজন ভোটার আইনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একজন পোড় খাওয়া নাগরিক যে কারোর দয়াদাক্ষিণ্যে নয় নিজের আইনি অধিকারে নির্বাচক হিসাবে স্বীকৃত।

নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা, বিচার বিভাগের সক্রিয়তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ভোটপর্ব যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না সেই সন্দেহ দানা বাঁধছে। যদিও বিভিন্ন সূত্র বলছে কয়েকদিনের মধ্যে এ রাজ্যের ভোট ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু তার আগে কি যোগ্য–অযোগ্য ভোটার বেছে দিতে পারবেন বিচারকেরা? বিচারের অগ্রগতি সে কথা না বললেও যদি সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হওয়ার যুক্তি মেনে নেওয়া হয় তা বলেও গেরো হতে উঠতে পারে ট্রাইবুনালের আপিল। সব মিলিয়ে আগামী ভোট পশ্চিমবঙ্গে জটিল থেকে জটিলতর হতে চলেছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা। তবু বলতে হবে নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাজ্য পেতে চলেছে এক পরীক্ষালব্ধ ভোটার তালিকা যেখানে থাকবে না কোনো ভোটারকে নিয়ে সন্দেহ।

আন্দোলনের পথে

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোয় কোন উদারতা না দেখালেও গ্রাহকদের কাছ থেকে ৯৫১ টাকা ৫০ পয়সা গ্রহণের পরিবর্তে ৩৩ টাকা ৫০ পয়সা ছাড় দিয়ে ৯১৮ টাকা গ্রহণ করে তাদের সহানুভূতি কুড়নোতেও সচেষ্ট হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কাজ হারানো শ্রমিকরা ১২ মার্চ সকাল থেকেই বাঁকুড়া লখ্যাতড়া শ্মশান সংলগ্ন ওই ডিস্ট্রিবিউটারের গ্যাস সিলিন্ডার গোডউনের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন। খবর পেয়েই ওই গোডউনের সামনে জেলার সিআইটিইউ, এআইটিইউসি ও এআইসিসিটিইউ'র নেতৃত্ব তাদের পাশে সংহতি জানাতে সামিল হন। বিক্ষোভের পাশাপাশি ডেলিভারিম্যানদের ডেলিভারির কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, দেওয়া কথা মতো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া সমস্যাগুলির সমাধান এবং গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ডিস্ট্রিবিউটারকে ডেলিভারিম্যানদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহের মতো একটি সংবেদনশীল ক্ষেত্রে অচলাবস্থার দ্রুত সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানিয়ে বাঁকুড়ার মহকুমা শাসক, ডেপুটি লেবার কমিশনার, বাঁকুড়া, এসিস্টেন্ট লেবার কমিশনার, বাঁকুড়া, ইন্সপেক্টর ইন চার্জ(আই.সি.), বাঁকুড়া থানা এবং ডিপো ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর ডিপোতে ডেপুটেশনের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও ডেলিভারিম্যানেরা সংস্থার মাচানতলার অফিসের সামনে প্রবল বিক্ষোভে সামিল হন। গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির তাদের ন্যায্য কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির পাশাপাশি গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধের দাবিও তারা উত্থান করেন। গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং–এর জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শতাধিক গ্রাহকের বেশিরভাগ গ্রাহকই তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং ডেলিভারিম্যানদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা তোমাদেরই চিনি, তোমরাই তো বছরের পর বছর আমাদের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে আসছো। তাদের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও ডেলিভারিম্যানদের সমর্থনে গ্রাহকদের সামনে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সমগ্র কর্মসূচীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রতীপ মুখার্জী, উজ্জ্বল সরকার, অশোক ব্যানার্জী, তপন দাস, সোহরাব মণ্ডল (সিআইটিইউ), ভাস্কর সিংহ (এআইটিইউসি), বাবলু ব্যানার্জী (এআইসিসিসিটিইউ), অভিষেক বিশ্বাস (আইএনটিইউসি) প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। সমস্যার সমাধান না হলে আরও যে কোন বৃহত্তর আন্দোলনে একান্তভাবেই সামিল হতে বাধ্য হতে পারেন বলে ডেলিভারিম্যানদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

কাজের খবর

কলকাতা পুরনিগমে নিয়োগ করা হবে

২৬ ফার্মাসিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ফার্মাসিস্ট পদে ২৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে কলকাতা সিটি NUHM Society–তে। অ্যালোপ্যাথি ফার্মাসির ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলে ফার্মাসিস্ট হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬"এর হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ২২,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৬টি (জেনাঃ ৯, জেনাঃ প্রাঃসংকঃ ৩, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ২, ই.ডব্লু.এস. ৩, ই.ডব্লু.এস. – প্রাঃসংকঃ ১, তঃজাঃ ২, তঃজাঃ প্রাঃসংকঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ১)। প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এরপর হবে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা। শিক্ষাগত যোগ্যতায় থাকবে ৮৫ নম্বর ও কম্পিউটার টেস্টে থাকবে ১৫ নম্বর। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 06/Kolkata City NUHM Society/2025-26, Dated: 26.02.2026.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.kmcgov.in

৮৬ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ স্টাফ নার্স পদে ৮৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে খিদিরপুর U-CHC বিভাগে।

জি.এন.এম. কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬এর হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮৬টি (জেনাঃ ৩৩, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ৩, ই. ডব্লু. এস. ৮, তঃজাঃ ১৮, তঃজাঃ প্রতিবন্ধী ১, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৮, ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ৭, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ২)। চাকরি হবে চুক্তিতে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 08/Kolkata City NUHM Society /2025-26, dated: 27-01-2026.

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.kmcgov.in

'মিউজিয়াম এন্ড ম্যানাস্ক্রিপ্ট হেরিটেজ স্টাডিজ' পাঠক্রম –এর উদ্বোধন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট–এ 'মিউজিয়াম এন্ড ম্যানাস্ক্রিপ্ট হেরিটেজ স্টাডিজ পাঠক্রম' শীর্ষক একটি অ্যাড অন কোর্স–এর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশুতোষ ঘোষ। সংগ্রহশালা ও পুঁথি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার এবং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কোর্সটির আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং পেশা থেকে এই পাঠক্রমে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন এবং সংগ্রহশালার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য ড. আশুতোষ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজেস ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. ধৃতি রায়।

অনুষ্ঠানে আলোচনা হয় আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট কেবলমাত্র চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রান্তিক অঞ্চলেও তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় এ বছর আশুতোষ মিউজিয়াম সুন্দরবন বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে। ১৪–১৫ মার্চ প্রদর্শনী এবং আলোচনা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশেষ গ্রন্থ– 'দ্বীপ ও সৃষ্টি: সুন্দরবন, মানুষ ও মিউজিয়াম'। বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশুতোষ ঘোষ।

অনুষ্ঠানের শেষে আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সৌমেন গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট–এর ইন্টার্ন সবর্ণা রক্ষিত, বন্টি সামন্ত ও ডোনা মণ্ডল।

কনটেন্ট ক্রিয়েশন এর বিশেষ কোর্স

সুব্রত মণ্ডল : বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের পরিচালনায় ১৮ ফেব্রুয়ারি– ৯ মার্চ ছাত্রছাত্রীদের অ্যাড–অন কোর্স 'কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও ডিজিটাল স্টোরিটেলিং' এর কোর্সের সমাপ্তি হল। সহযোগী আয়োজক ছিল রিমেক মিডিয়া কাউন্সিল এবং জিরাট কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়। কোর্সের মেয়াদ ছিল ৩০ ঘণ্টা। 'কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও ডিজিটাল স্টোরিটেলিং' শীর্ষক এই অ্যাড–অন কোর্সটি একটি দক্ষতাভিত্তিক, বৃত্তিমূলক কর্মসূচি, যেখানে ডিজিটাল সাক্ষরতা ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ যোগাযোগকে সমন্বিত করা হয়েছে। কোর্সটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কনটেন্ট রাইটিং, ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং এবং ডিজিটাল মিডিয়া প্রোডাকশনের ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান করা। এই কোর্সের মাধ্যমে কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও ডিজিটাল স্টোরিটেলিং সম্পর্কে ধারণাগত ভিত্তি গড়ে তোলা। বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও তাদের কনটেন্টের চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা। লেখা, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ও এডিটিং সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন করা। নৈতিক ও দায়িত্বশীল ডিজিটাল আচরণে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার মতো সামাজিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট নির্মাণে সক্ষম করে তোলা। ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা। এই কোর্সে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রতাপ বন্দোপাধ্যায় বলেন, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তাই আমাদের কলেজ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মমুখী করে তোলার চেষ্টা চালায়। কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম ইনচার্জ অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এবার কেন্দ্রীয় সরকার কনটেন্ট রাইটিংয়ের উপর বাজেট বরাদ্দ করেছেন। তারাই সাধারণত প্রথম যারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রকম কোর্স পরিচালনা করালেন ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের কোর্স পরিচালনা করা হবে।

সহযোগী রিমেক মিডিয়া কাউন্সিল এর ডিরেক্টর শ্রী পূর্ণেন্দু চৌধুরী জানান যদি অন্য কোন কলেজ বা প্রতিষ্ঠান এমন বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ দিতে চান তারা সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত ।

অবাধ নির্বাচন নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

ধৃতকে বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ, যাতে মূল আততায়ী এবং ষড়যন্ত্রের আসল কারণটি সামনে আসে।

বৃহস্পতিবার সকালে সাগর থানার কচুবেড়িয়া এলাকা থেকে একটি সন্দেহভাজন স্কুটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্কুটিটি চালকবিহীন অবস্থায় পরিত্যক্ত ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বুধবার সকালে এই স্কুটিটি ব্যবহার করেই দুষ্কৃতীরা শ্রীধাম এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্কুটিটি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত বুধবার সকালে কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে শ্রীধাম এলাকায় প্রবীণ বিজেপি নেতা ত্রিলকেশ ঢালিকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায় একদল দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা। রুদ্রনগর এলাকায় টানা ৫ ঘণ্টা পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা। যার ফলে গঙ্গাসাগরে আসা ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থী, নিত্যযাত্রী এবং বিশেষ করে স্নাতক প্রথম বর্ষের পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। বিজেপির অভিযোগ ছিল, এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা একে নিন্দনীয় বলে আখ্যা দেন এবং জানান সাগরে এমন সংস্কৃতির স্থান নেই। বুধবার সন্ধ্যায় রুদ্রনগরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা করে জানানো হয় যে, তদন্তের আগেই রাস্তা আটকে জনজীবন বিপর্যস্ত করা অনুচিত। তারা পুলিশকে ৭ দিনের মধ্যে দোষীদের খুঁজে বের করার সময়সীমা বেঁধে দেন। পরিতোষ প্রামাণিকের গ্রেপ্তারের পর এলাকায় সাময়িক স্বস্তি ফিরলেও উত্তেজনা পুরোপুরি কমেনি। মূল শুটারকে না ধরা পর্যন্ত পুলিশি নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সুন্দরবনের এই উপকূলীয় এলাকায় আইন–শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির জেলা সভাপতি নগেন্দ্র সুন্দর নস্কর গুলিবিদ্ধ বিজেপি নেতার বাড়িতে এসে মূল অভিযোগ তোকে গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবি জানান অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, আমরা প্রথম থেকেই বলেছি এই ঘটনা ঘটা অত্যন্ত নিন্দনীয় সাগরে এই ঘটনা ছিলনা খবর পেয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয় গিয়ে ত্রিলোকেশ বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যাতে ইমিডিয়েট দোষী কে অ্যারেস্ট করে শাস্তি দেওয়া যায় সেই কথাও তিনি বলেছিলেন পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে এই ঘটনায় যুক্ত থাকা একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং স্কুটিটিও উদ্ধার করেছে আমরা আশাবাদী প্রধান আসামি খুব শীঘ্রই হয়তো গ্রেপ্তার হবে এবং তার শাস্তি হবে আমরা সাগরদ্বীপবাসী সেটাই চাই। বিরোধীরা যে মিথ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার চালিয়েছিল তা আজকের গ্রেপ্তারের পর প্রমাণিত হলো।

কন্যাশ্রীতে কাটমানি

প্রথম পাতার পর

পরে অনুরোধের ভিত্তিতে সেই টাকার পরিমাণ কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, নির্ধারিত সেই ৫ হাজার টাকা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দেন পৃথ্বীকার বাবা। তবে টাকা দেওয়ার পর রশিদ চাওয়া হলেও তা দেওয়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের।

পৃথ্বীকা দাস বলেন, তার বাবা কলকাতার একটি কোম্পানিতে কাজ করেন। কন্যাশ্রীর ২৫ হাজার টাকা পাওয়ায় কিছুটা উপকার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকার থেকেই ৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার ছাত্রীদের উন্নয়নের জন্য এই টাকা দিচ্ছে, সেখানে এমনভাবে টাকা নেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভ্রনীল প্রামাণিক। তাঁর দাবি, কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কোনো ছাত্রীর কাছ থেকে কখনো টাকা নেওয়া হয় না। অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেও তিনি দাবি করেন। এদিকে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মুক্তেশ্বর মিদ্যা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিচারকেই সুপ্রীম

প্রথম পাতার পর

বিচারাধীন আছে এখনো ৬০ লক্ষ। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ১৫ লক্ষ নথি ইতিমধ্যে চেক হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে ৪০ শতাংশ নাম বাদ পড়ছে ৬০ শতাংশ নাম সংযোজন করা হচ্ছে ভোটার তালিকায়। আরো সূত্রের খবর যে শেষমেষ বিচারকরা যেভাবে তৎপর হয়ে কাজ করছেন তাতে এই বিচারাধীন ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে অধিকাংশই ঝাড়াই বাছাই হয়ে ভোটার লিস্টে সংযোজিত হয়ে যাবে।। কারণ এখনও প্রায় ১ মাস হাতে সময় আছে। শেষমেষ হয়তো ৯০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে।

এবার প্রশ্ন ভোট কবে ঘোষণা হচ্ছে এবং ক দফায়? জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ সম্প্রতি রাজ্যে এসে বিভিন্ন বিষয় তদারকি করে সভা করে দিল্লি ফিরে গিয়েছে। এ রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল একবার জানিয়েছিলেন, তারা ১ দফাতেই এ রাজ্যে ভোট করতে প্রস্তুত। তবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে ১ দফায় ভোট করতে নারাজ। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আগামী ১৬ মার্চ হয়তো দিল্লি থেকে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম, পন্ডিচেরি বিধানসভারও দিনক্ষণ ঘোষণা হবে। ১৭ মার্চ থেকে এরাজ্যে নোটিফিকেশন শুরু হয়ে যাবে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কমিশন এ রাজ্যে ২ থেকে ৩ দফায় ভোট করাতে পারে। যদি ২ দফায় ভোট হয় তাহলে ১৭ থেকে ২৬ এপ্রিলের মধ্যে ভোট সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ৩০ এপ্রিল গণনা হতে পারে। আর যদি ৩ দফায় ভোট হয় তাহলে ১৭ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ভোট সম্পন্ন হবে এবং গণনা হতে পারে ২ মে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকাও ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে দিল্লিতে প্রার্থী তালিকা নিয়ে। জানা যাচ্ছে, প্রায় প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বিজেপির প্রার্থী তালিকায় এবার বেশ কিছু চমক লক্ষ্য করা যাবে বলেই জানা যাচ্ছে। ৪০ থেকে ৫০ জন অরাজনৈতিক প্রতিবাদী ব্যক্তিরাও এবারে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় থাকতে পারেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩
১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০২৬

মেষ রাশি : আনন্দদায়ক এবং সন্তোষজনক হবে। তবে, আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের জন্য নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। আপনার শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ মানুষকে আকর্ষণ করবে। তরুণদের ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে আবার চেষ্টা করা উচিত।

বৃষ রাশি : স্থগিত কাজগুলি গতি পাবে, তাই চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রয়োজনে, আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকেও নির্দেশনা পাবেন। যেকোনো আলোচনা বা বিতর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার সময় বিজ্ঞতার সাথে আপনার শব্দ নির্বাচন করুন। প্রতিবেশীদের সাথে বিরোধ বা তর্ক সম্ভব।

মিথুন রাশি : বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করলে আপনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাবেন। সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার প্রিয় কাজে আপনার পূর্ণ শক্তি নিবেদিত করার অভ্যাস করুন।

কর্কট রাশি : দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সপ্তাহে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় কার্যকলাপে কিছু সময় ব্যয় করলে মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি আসবে। দীর্ঘসূত্রিতার চেয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা অনেক সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে।

সিংহ রাশি : যদি আপনি মানসিকভাবে দুর্বল বোধ করেন, তাহলে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা পরামর্শদাতার সাহচর্য আপনার আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল বৃদ্ধি করবে। চিন্তা না করে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে, সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

কন্যা রাশি : ইতিবাচক চিন্তাভাবনা প্রাধান্য পাবে এবং আপনি আপনার কাজকে পূর্ণ শক্তির সাথে সংগঠিত রাখবেন। আপনার বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। আপনার ভাইবোনদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যদি আপস করতে হয় তবে দ্বিধা করবেন না। কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে আলোচনা করা উপকারী হবে।

তুলা রাশি : যেকোনো পুরনো বিবাদের সমাধান হবে এবং সম্পর্ক আরও সুসংগত হবে। অর্থ সংগ্রহের সময়টি অনুকূল। তরুণদের বিভাগীয় পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করা এড়িয়ে চলুন। রাগের পরিবর্তে বোঝাপড়া এবং শান্তভাবে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : আপনার সক্রিয়তা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এই সপ্তাহে চিত্তাকর্ষক হবে। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সময়টি অনুকূল। তরুণরা তাদের লক্ষ্যের উপর মনোযোগী থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। দ্বৈত স্বভাবের লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।

ধনু রাশি : আপনার সামাজিক পরিসর প্রসারিত হবে এবং লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনার ধার করা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাদ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার দক্ষতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ আপনার খ্যাতির ক্ষতি করতে পারে।

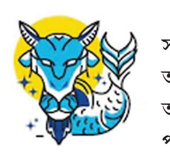

মকর রাশি : কার্যকরভাবে যোগাযোগ আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ আপনার বর্তমানকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন করে শুরু করার সুযোগ পাবেন। নেতিবাচক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে রাখুন। রাগ এবং অহংকার আপনার কাজকে নষ্ট করতে পারে। অতএব, নমনীয়তা গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ।

কুম্ভ রাশি : আপনার আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বিষয়ে সক্রিয়তা আপনাকে সম্মানিত করবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যে কোনও বকেয়া তহবিল কিস্তিতে ফেরত পেতে পারে। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়তে পারে। অতএব, বাজেট বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার রাগ এবং অহংকার নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।

মীন রাশি : সপ্তাহটি কিছু ভালো খবর দিয়ে শুরু হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলমান অভিযোগগুলি মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা তৈরি করে এমন কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন। ধৈর্য এবং শান্ত আচরণ বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, যা পরিবারকে প্রভাবিত করতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৮২

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. নরমধ্যে প্রধান ৪. জলবায়ু ৫. চারপাশের অবস্থা ৭. মনোহর ৯. যে কবি সচরাচর প্রাকৃতিক শোভাই বর্ণনা করে ১০. হয়রান, পর্যুদস্ত।

উপর–নীচ

১.নদিয়া ২. চন্দ্র, চাঁদ ৩. পানভোজন ৬. দায়াদ, উত্তরাধিকারী ৭. নির্মল ৮. বৈষ্ণব পদকর্তা।

সমাধান : ৩৮১

পাশাপাশি : ১. অতিকায় ৪.স্বার্থ ৫. অমরধাম ৭.চলতি ৯. জবান ১০.আনন্দসন্ধ্যা ১১. নাক ১২. হরদম।
উপর–নীচ : ১. অর্থ ২. কানমালা ৩. খতম ৪.স্বাবলম্বন ৬. ধারাবাহিক ৮. তসবির ১০. আময় ১১. নাম।

বিদ্যালয় বন্ধ করে বিয়ের প্রীতিভোজ

অভীক মিত্র, সিউড়ি : রবিবারের ছুটি কাটিয়ে সোমবার সবে স্কুল খুলেছে। পড়ুয়ারাও এসেছে। স্কুলের পঠনপাঠন তখন পুরোদমে চলার কথা কিন্তু সেইসময় স্কুলের দৃশ্য দেখে রীতিমত তাজ্জব হতে হয়েছে। পড়াশুনা লাটে তুলে বিয়ের প্রীতিভোজের আয়োজনের তৎপরতা বরং বেশি ছিল অনেক। শ্রেণিকক্ষ মোড়া হয়েছে প্যান্ডের রঙিন চাদরে। ক্লাসঘরেই চলছে কাটাকুটি বাটনা বাটার কাজ। স্কুলের মিড মিলের কক্ষে হচ্ছে রান্না। সিউড়ি পৌরসভার ২১নং ওয়ার্ডের কেঁন্দুয়া বিদ্যাসাগর বিদ্যানিকেতন বিদ্যালয়ের এইঘটনা শিক্ষার হালের নগ্ন চেহারাকে আরো একবার বেআব্রু করেছে।

স্কুলে যখন প্রীতিভোজ 'সফল' করতে তোড়জোড় চরমে ঠিক তখনই সিউড়িতে থাকা বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দরজায় আছড়ে পড়েছে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। ডাক দিয়েছিল এসএফআই। স্কুল বন্ধ হচ্ছে, কোথাও পড়ুয়া তো কোথাও শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে অসংখ্য স্কুল। তাই এসএফআই দাবি নিয়ে গিয়েছিল 'স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও'র। সংসদের দরজা খোলেনি। কর্তৃপক্ষ দেখা করেনি ক্ষুব্ধ এসএফআই সদস্যদের সামনে। ক্ষোভে এসএফআই পালটা তালা ঝুলিয়ে দেয় সংসদের মূল ফটকে। এই 'স্কুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও'র দাবি কতটা বাস্তবসম্মত প্রমাণ করে দিয়েছে কেঁন্দুয়ার স্কুলটির চিত্র। স্কুল বাঁচানোর দাবি নিয়ে যাওয়া কিশোর কিশোরী, যুবদের কথা শোনার জন্য সংসদ দরজা খোলেনি কিন্তু প্রীতিভোজের আসর বসাতে ভোর থেকেই দরজা খুলে গিয়েছে স্কুলের। আরো মারাত্বক অভিযোগ, স্কুলে বিয়ের খাওয়া দাওয়ার আসর বসানোর অনুমতি প্রদানের পেছনে রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের মদত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন সাহা জানিয়েছেন, 'স্থানীয় কাউন্সিলর ও এলাকার কিছু নেতার চাপে তিনি বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দেন। কাউন্সিলরের লিখিত সম্মতি নিয়েই আমি ওই কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি।' এলাকার মানুষের মতে স্কুলে এমনিতেই পড়াশুনা লাটে উঠেছে। এবার যদি এভাবে স্কুল বাড়ি অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে তো পড়াশুনার পাঠই উঠে যাবে। সিউড়ি পৌরসভার ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুকুমার মালের সাফাই, 'বলা হয়েছিল শুধুমাত্র বরযাত্রীর কয়েকজন সদস্য রাতের জন্য একটি ঘর ব্যবহার করবে। সেখানে বিয়ের ভোজ বা রান্নার আয়োজন হবে—এমন কোনো বিষয় আমার জানা ছিল না। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তা অন্যায়।' বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি প্রলয় নায়েক পরিস্থিতি আঁচ করেই জানিয়েছেন, 'প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকদের শোকজ করা হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন ঘটনা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কলূষিত করে।' স্কুলবাড়িতে বিয়ের ভোজের আয়োজনের উদ্যোক্তা রক্ষাকর ধীবরের বক্তব্য, 'মেয়ের বিয়ের জন্য স্কুলটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। লজ ভাড়া করতে পারিনি বলেই অনুমতি চেয়েছিলাম।' এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক সৌভিক দাস বক্সীর প্রতিক্রিয়া, 'রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলি দুর্দশা নিয়ে আমরা লাগাতার আন্দোলনে আছি। শিক্ষাঙ্গন কতটা লাটে উঠেছে কেঁন্দুয়ার স্কুল তার একটি নমুনা মাত্র। এরকম আরো কত কী হচ্ছে রাজ্যজুড়ে তা গুণে শেষ করা যাবে না।

কেন্দুয়া বিদ্যাসাগর বিদ্যানিকেতন
কেন্দুয়া- সিউড়ী-বীরভূম

সরকারের নাম বদলেছে, কিন্তু কাজ বদলায়নি : নায়েব সিং সাইনি

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সভায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি দাবি করেন, বাংলায় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে এবং রাজ্যের মানুষ এখন এই সরকারের পতন চাইছেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ এখন দুর্নীতি থেকে মুক্তি ও সুশাসন চান, কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন, 'সরকারের নাম বদলেছে, কিন্তু কাজ বদলায়নি।'

নায়ব সিং সাইনি অভিযোগ করেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যে নমশূদ্র ও মতুয়া সমাজকে ঘিরে একাধিক সমস্যা রয়েছে এবং রামনবমী ও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান নিয়েও সমস্যা তৈরি করা হয়। হরিয়ানায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগও তিনি খারিজ করে দেন। তাঁর বক্তব্য, এই ইস্যুতে মমতা ব্যানার্জির সরকার ষড়যন্ত্র করছে। বাংলার শ্রমিকরা আমাদের ভাই। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের অন্যায় বা অত্যাচার হরিয়ানায় বরদাস্ত করা হবে না। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চান এবং নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। মমতা জি নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিন, বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তন আনবে।'

হরিয়ানার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে সাইনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে হরিয়ানায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এতে ২৭ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাংলার মানুষকে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'হরিয়ানায় ১.৫ লক্ষ মহিলাকে 'লখপতি দিদি' করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে ৭৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আর বাংলায় মহিলাদের অবস্থা কী, তা গোটা দেশ জানে। এছাড়াও রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবে যুবকদের বাইরে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। বিজেপি সরকার গঠন হলে যুবকদের রাজ্যের মধ্যেই কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে।' শেষে তিনি বাংলায় 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল সাধারণ মানুষ, আর সেই মানুষই এবার বাংলায় পরিবর্তন আনবে।'

অন্যদিকে, বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে কটাক্ষ করে কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার বলেন, সভায় অর্ধেক চেয়ারই খালি ছিল। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি জোর করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। সুপ্রিয় হালদার বলেন, 'এটা পরিবর্তন যাত্রা নয়, এটা বিজেপির বিসর্জন যাত্রা।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সুন্দরবনের হরিণ ও কাঠ লোপাট হয়ে যাচ্ছে: প্রতিকার নেই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ সুন্দরবনের লুখিয়ান দ্বীপ থেকে দুর্লভ জাতের হরিণকে শিকারীরা লোপাট করে দিচ্ছে। জানা গেল সূর্যাস্তের সময় ঐ দ্বীপ থেকে শত শত দুর্লভ জাতের হরিণ জল পানের জন্য নদীতে নেমে আসে। ঐ সময় শিকারীরা ইচ্ছামত তাদের হত্যা করে নৌকায় করে নিয়ে পালায়। প্রকাশ, বন বিভাগের এক নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে যে, লুখিয়ান দ্বীপে হরিণ শিকার নিষিদ্ধ। অথচ প্রতিদিন প্রকাশ্যে এই অবৈধ শিকার পুরো দমে চলছে। আরও জানাগেল, সুন্দরবনের কাঠ বনবিভাগের অনুমতি ছাড়াই পাচার হয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে এ ধরণের অনেকগুলি চোরাই কাঠ ব্যবসা জোর চলছে। জানা গেল, কিছুদিন আগে রেঞ্জার সাহেব দুর্বচটি তে চোরাই কাঠের নৌকা ধরতে এসে চোরা কারবারীদের হাতে প্রহৃত হন।

১০ম বর্ষ, ১৩ মার্চ ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

কলেজ বিক্রি ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : কয়েকদিন আগে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে অবস্থিত বীরভূম ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বিআইইটি) প্রায় ২ কোটি টাকায় বিক্রি করার অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরব হয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে ১০ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলন করেন কলেজের পরিচালন সংস্থা ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন (আইকেয়ার) সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়। কলেজ বিক্রি হয়নি বরং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ এবং কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে এক দক্ষ সংস্থার হাতে এই কলেজের পরিচালনার দায়ভার তুলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সম্পাদকের। সাংবাদিক সম্মেলনে মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, করোনা মহামারির সময় থেকেই কলেজের আর্থিক কাঠামোয় টান পড়েছিল কারণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকেই কলেজের আর্থিক ক্ষমতা। তাই সেই সময় থেকে কর্মীদের সম্পূর্ণ বেতন মেটানো সম্ভব হয়নি। চলতি আর্থিক বর্ষের জুলাই মাস থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন বকেয়া রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এমন চরম আর্থিক সংকটে দাঁড়িয়ে পড়াশোনার মান বজায় রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা বহুবার বহু রকম চেষ্টা করে কলেজের সমস্যা সমাধান করে এই কলেজের মান আগের মত করে উঠতে পারিনি। আমাদের ডাকে কার্যত কেউ সেভাবে সাড়া দেয়নি। আমরা চেয়েছিলাম পঠনপাঠন আবার আগের গৌরব ফিরে পাক। কর্মীরা যেন তাদের প্রাপ্য সম্মান ও সাম্মানিক সময় মতো পায়। সেইলক্ষ্যেই স্বচ্ছতার সাথে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কলেজ পরিচালনার জন্য আগ্রহী সংস্থাকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৪টি সংস্থা আবেদন জানায়। এরপর কলেজের পরিচালন সমিতি এবং বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির পরামর্শ মেনে একটি যোগ্য সংস্থাকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটি কোনো গোপন চুক্তি নয় বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। কলেজের পরিচালন সংস্থা আইকেয়ার সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় বলেন, কর্মীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল চালিকাশক্তি। মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, যারা কলেজ বিক্রি হয়ে যাওয়ার মতো বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াচ্ছে তাঁরা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে চাইছে। এই দায়িত্ব হস্তান্তরের ফলে দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন মেটানো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে রাজ্যে শিল্প না থাকা সরকারি চাকরির অভাব এই কলেজের পড়ুয়া কমার অন্যতম কারণ বলে মত জেলাবাসীর।

এসআইআরের প্রতিবাদে পথে নামল আইএসএফ

উত্তম কর্মকার, কুলপি : এসআইআরের প্রতিবাদে এবারে কুলপিতে পথে নেমে প্রতিবাদ মিছিল করলো আইএসএফ। এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সভাপতি, কুলপি ব্লক আইএসএফের সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা। মিছিলটি কুলপীর রমজান নগর থেকে শুরু হয়ে কুলপি হসপিটাল হয়ে বিডিও অফিসে শেষ হয়। আইএসএফ কর্মীদের দাবি নির্বাচন কমিশন যেভাবে এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করেছে। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আইএসএফের জেলার সহ-সভাপতি বাহাউদ্দিন মোল্লা জানান, এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে দিনের পরদিন হেনস্থা করেছে এখনও পর্যন্ত এই আতঙ্কে বহু মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে বহু মানুষের নাম বিচারাধীন তালিকাতে রয়েছে। যতক্ষণ না নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকটি মানুষের ভোটাধিকারের অধিকার দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নির্বাচন কোনভাবেই ঘোষণা করা যাবে না, নির্বাচন কমিশনের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে আই এস এফ নেতৃত্ব।

আবারও বোমাতঙ্ক সিউড়ি আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ২৫ ফেব্রুয়ারির পুনরাবৃত্তি হয়েছে ৯ মার্চ। এদিন ছিল বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। ভোটগ্রহণের আবহে সিউড়ি জেলা আদালতে ফের বোমা মারার হুমকি ইমেল ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ঘটনা এমন সময় ঘটেছে যখন কি না 'বিচারাধীন' ভোটারদের নথি যাচাইয়ে ব্যস্ত রয়েছে জেলা ও ভিনরাজ্যের বিচারকরা। পরপর হুমকি ইমেল কে বা কারা পাঠাচ্ছ, কি বা এর উদ্দেশ্য? এখনও পুলিশ খোলসা করেনি। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ মার্চ সকালে জেলা আদালতের সরকারি ই-মেলে একটি বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। ইমেলে উল্লেখ করা হয় যে আদালত চত্বরে বোমা রাখা আছে এবং যেকোনো মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। খবরটি জানাজানি হতেই পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াডের তৎপরতা শুরু হয়। মেটাল ডিটেক্টর ও বোমা সনাক্তকরণ যন্ত্র নিয়ে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। বিচারকদের এজলাস থেকে শুরু করে আদালতের প্রতিটি কোণা তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। আগের দিনের মত এদিনও মেলে নি কোনো সন্দেহভাজন বস্তুর হদিশ। তবে প্রশ্ন উঠছে বারবার আদালতকেই কেন নিশানা করা হচ্ছে? আরো বড় প্রশ্ন, পরপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও পুলিশই বা এমন হুমকি ইমেল প্রেরকদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে কতটা এগিয়েছে? সিউড়ি জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গত২৫ ফেব্রুয়ারি ও এদিন আসা ইমেলের ভাষা প্রায় অনুরূপ। এবার অতিরিক্ত কিছু কথা জোড়া হয়েছে। যেমন এদিন আসা ইমেলে আজমল কাসভের নাম উল্লেখ করে লেখা হয়েছে– 'আজমল কাসভের কথা মনে আছে তো?' রীতিমতো শাসানো হয়েছে। লঘু করে দেখার পরিণতি কি হতে পারে তা বোঝাতে অন্য রাজ্যে ঘটা বিস্ফোরণের ঘটনার উদাহরণও টানা হয়েছে ইমেলের বয়ানে।'

আপদমিত্রদের অভিযান আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : মাসে ৩০ দিনের কাজ, ৬০ বছরের স্থায়ীকরণ সহ কয়েক দফা দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ১০ মার্চ নবান্ন অভিযান কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। রাজ্যের সিভিল ডিফেন্স আপদামিত্র বঞ্চিত বিপর্যয় যোদ্ধারা এদিন হাওড়া স্টেশনে জমায়েতের পর শুরু হয় মিছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে মিছিল 'নবান্ন'র উদ্দেশ্যে রওনা দিলে হাওড়ার গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডে পুলিশ ব্যারিকেড করে নবান্ন অভিযানের ওই মিছিল আটকে দেয়। শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। এরপর আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে শিবপুর থানা এবং হাওড়া থানার পুলিশ। কার্যত পুলিশি ব্যারিকেডে নবান্ন অভিযান সেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা ছিল এই নবান্ন ঘেরাও অভিযান নিয়ে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এই দাবি তাঁরা চালিয়ে যাবেন। প্রসঙ্গতঃ, ওয়েস্টবেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই নবান্ন অভিযানের এদিন মূল দাবি, অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ এবং প্রতি মাসে ৩০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁরা। অথচ পুলিশের ক্ষেত্রে যা যা সুবিধা মেলে তাঁদের ক্ষেত্রে সেইসব সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সামনে নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রতি যেন সদয় হন এই দাবিতে এদিন সরব হন তাঁরা।

পরিবর্তন যাত্রায় হুঙ্কার বিজেপির

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : আসন্ন নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় অঞ্চলে শক্তি প্রদর্শনে নামলো ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার সাগর উপকূলের পর্যটন কেন্দ্র বকখালি থেকে জাঁকজমকপূর্ণ 'পরিবর্তন যাত্রা' বা রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লব দেব। যাত্রার সূচনার পাশাপাশি এদিন বকখালিতে আয়োজিত এক হাই-ভোল্টেজ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। এদিন বকখালিতে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রথযাত্রার 'ফ্ল্যাগ অফ' করা হয়। বিপ্লব দেবের পাশাপাশি এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেত্রী শর্বরী মুখার্জি এবং জেলা স্তরের একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। উদ্বোধনী ভাষণে বিপ্লব দেব স্পষ্ট জানান, এই যাত্রা কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ। বিজেপি সূত্রে খবর, এই রথ বকখালি থেকে শুরু হয়ে কাকদ্বীপের বুক চিরে পাথরপ্রতিমায় গিয়ে সমাপ্ত হবে। যাত্রাপথের বিভিন্ন জনপদ ও মোড়ে মোড়ে পথসভা এবং নিবিড় জনসংযোগের পরিকল্পনা রয়েছে দলের। রথযাত্রার সূচনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া জবাব দেন বিপ্লব দেব। রবিবার মথুরাপুরের জনসভা থেকে অভিষেক কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, বিজেপির রথযাত্রার চেয়ে জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা দেখতে বেশি ভিড় হয়। এর জবাবে বিপ্লব দেব বলেন, 'বিজেপির কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত গণজোয়ার দেখে শাসকদল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সেই ভয় থেকেই জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা দেখার মতো কুরুচিকর ও সস্তা তুলনা টানা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এখন বিকল্প খুঁজছে এবং সেই পরিবর্তনের ঢেউ কোনোভাবেই আটকানো সম্ভব নয়।' এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব দেব মূলত ৪টি প্রধান ইস্যুকে হাতিয়ার করেন: তিনি সাফ জানান, ভোটার তালিকায় যে সমস্ত বিবেচনাধীন বিষয় বা অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে কোনোভাবেই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোট করা সম্ভব নয়।

বিজেপি নেতা জ্ঞানেশ কুমারকে কালো পতাকা দেখানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বিরোধী দলের এই ধরণের সংস্কৃতি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিরোধীদের তোলা নারী নির্যাতন বা উন্নয়ন নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ নস্যাৎ করে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, বিজেপি শাসিত 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলোতেই প্রকৃত নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়েছে, যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। বকখালিতে এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জেলা নেতৃত্বের দাবি, এই যাত্রার মাধ্যমে উপকূলবর্তী এলাকায় দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে। কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আমতলা–বারুইপুর রোডের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : গত ১৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত আমতলা–বারুইপুর রোডের সংস্কারের শুভ উদ্বোধন করলেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। আমতলা–বারুইপুর পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ৫ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল ছিল। যান চলাচলের সমস্যা হচ্ছিল এবং নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি হচ্ছিল। সেই সমস্যার সমাধান করলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তৎপরতায় এবং বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর রাস্তা সংস্কারের জন্য ৫,৮৭,৫৭,৯৪১ টাকা বরাদ্দ করেছে। এই ৫ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পেভারব্লক হবে এবং আড়াই কিলোমিটার রাস্তার প্যাচওয়ার্ক হবে। এদিন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, যখন কোন বেহাল রাস্তার জন্য অবরোধ হয় তখন অনেকেই সেটা খবর করেন অথচ যখন কোন ভালো সংস্কারের বা শুভ উদ্যোগ নেওয়া হয় সেগুলো সেভাবে প্রচার করা হয় না। মানুষের কথা ভেবে খুব দ্রুত পূর্ত দপ্তর এই টাকা বরাদ্দ করেছে এবং কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তার পাশাপাশি আমাদের বিধানসভা এলাকায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের কাজ করা হয়েছে, ১০০ কোটি টাকার বিভিন্ন খাল কাটা হয়েছে এবং ৪০০ কোটি টাকায় বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে। আপার প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। বিষ্ণুপুরে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজ নির্মাণ হয়েছে যা এলাকাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে, তা সত্ত্বেও আমরা ১০ হাজার মানুষকে বাড়ি করে দিয়েছি। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে লক্ষীর ভাণ্ডার এবং বেকার যুবক যুবতীদের সম্মান জানাতে যুবসাথী প্রকল্প শুরু হয়েছে। আগামীদিনে আরো উন্নয়ন বিষ্ণুপুর বিধানসভাকে সমৃদ্ধ করবে।

মতলা বারুইপুর রোড সংস্কারের
শুভ উদ্বোধ

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সিউড়ি স্টেশনের বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : দেশজুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলির রূপান্তরের জন্য ভারতীয় রেলের 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প' একটি ব্যাপক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির অধীনে, ১,৩০০-এরও বেশি রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিক প্রযুক্তিতে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য কেবল স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নত করা নয় বরং যাত্রীদের বিশ্বমানের ট্রানজিট হাবের মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এই প্রকল্পটি একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা ভারতীয় রেলকে আধুনিকায়নের এক নতুন যুগে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনকে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করা হচ্ছে। এই পুনর্গঠন স্থানীয় সংস্কৃতি, আঞ্চলিক পরিচয় এবং সমসাময়িক স্থাপত্যের এক সুষম সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০১টি রেলওয়ে স্টেশন পুনর্গঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পানাগড়, কল্যাণী ঘোষপাড়া এবং জয়চণ্ডী পাহাড় অমৃত ভারত স্টেশনগুলি পুনর্গঠন করে উদ্বোধন করা হয়েছে।

বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গের সিউড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিউড়ি পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশনটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির পরিষেবা প্রদান করে, যা একটি প্রধান কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্র এবং প্রশাসনিক হাব হিসেবে পরিচিত।

সিউড়ি অঞ্চলকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি সিউড়ি স্টেশনের কাছে একটি রোড ওভারব্রিজ উদ্বোধন করেছেন, যা শহরের দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে এবং ওই এলাকায় সড়ক ও রেল উভয় যানচলাচলকেই নির্বিঘ্ন করেছে। সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ২২বি/টি নম্বর লেভেল ক্রসিং-এর পরিবর্তে এই নবনির্মিত রোড ওভার ব্রিজটি ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই ব্রিজটি লেভেল ক্রসিং-এ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাবে এবং সিউড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দ্রুততর, নিরাপদ এবং মসৃণ দৈনিক যাতায়াত নিশ্চিত করবে। ব্যস্ত ক্রসিংটি সরিয়ে দেওয়ায় এটি নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, সিউড়ি স্টেশনের চারপাশের যানজট কমাবে এবং ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক ও স্থানীয় নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা উন্নত করবে। এই রোড ওভার ব্রিজ জরুরি পরিস্থিতিতে যানবাহনের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের সুবিধাও করে দিয়েছে।

প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্গঠিত অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সিউড়ি স্টেশনের কাজের মধ্যে রয়েছে—স্টেশন ভবনের উন্নত সম্মুখভাগ, উন্নত পার্কিং এরিয়া, উন্নত সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্ম শেড এবং প্ল্যাটফর্মের উপরিভাগের উন্নতি, উন্নত সাইনেজ, ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড/কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ডের ব্যবস্থা, লিফটের সুবিধা, স্টেশনের সৌন্দর্য্যবর্ধন এবং স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ম্যুরাল ও পেইন্টিং স্থাপন। সিউড়ির এই সমস্ত কাজের ফলে স্টেশনে যাতায়াতের আরও ভালো সুবিধা, নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল এবং এই অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

এই নবসজ্জায় সজ্জিত সিউড়ি স্টেশন কেবল যাত্রী সুবিধাই বাড়াবে না বরং অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

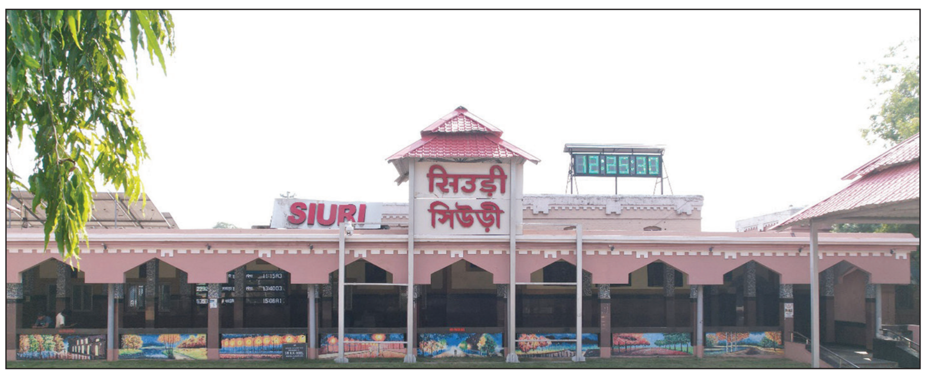

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০২৬

ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা

নির্বাচনী সংস্কারের মহাযজ্ঞে ভোট কর্মীদের কতটুকু নিরাপত্তা থাকবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কোনও প্রশ্ন নেই, ভাবনাও নেই। পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটা নির্বাচনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিংবা কর্মীরা রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের শিকার হন না। সরকারী ভোট কর্মীরা ভীতি ও চাপের মধ্যে দায়িত্ব পালন করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাণহানির সংবাদও পাওয়া যায়। 'স্যার' আবহে নানা নিরাপত্তার কথা জানানো হলেও রাজনৈতিক দলগুলির বুথস্তরের কর্মীদের যতক্ষণ না সংযত ও ভদ্র হবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরপেক্ষ এবং শান্তিতে ভোটপর্ব সম্পন্ন করা অসম্ভব। একটু খোঁজ খবর করলেই জানতে পারা যায় নিরীহ সরকারী ভোট কর্মীদের ওপর নানা পর্যায়ে কীভাবে নীরবে কিংবা সরবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। শুধুমাত্র ভোটের দিনেই নয়, ভোট গণনার সময়ও নানা চাপের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন ভোট কর্মীরা।

কাগজে কলমে নিরাপত্তার নানা নীতিমালা থাকলেও প্রতিটি নির্বাচনে কমবেশী বুথ ও গণনাক্ষেত্রে রাজনীতির বাহুবলীদের দাপট লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ভুতুড়ে ভোটারদের আগমন ও প্রস্থান খুবই সাধারণ ঘটনা। শাসকদলের রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাভাবিকভাবেই দাপট বেশী থাকে। বাম আমলে বাইক সন্ত্রাস কিংবা বর্তমান আমলে হুমকীর নানা সহজ পাঠে সরকারী কর্মীদের অনেকেরই পরিচয় হয়েছে। ভোটের দিন যতই 'ওয়েব কাস্টিং' হোক বাস্তবে দেখা গেছে আলোর নীচেই অন্ধকার। রাজনৈতিক নেতাদের কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী নানা উস্কানিমূলক ভাষণ দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করে এবং ভোটের দিন মাত্রা ছাড়া হয়ে ওঠে। নির্বাচনী সংস্কারে অনলাইন ভোট করার দাবি বারংবার উপেক্ষা হয়ে এসেছে। বর্তমানে প্রশাসনের অধিকাংশ কাজ অনলাইনে হলেও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি সেই অতীত কালের। এত ভয়, রক্তপাত, বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ শুধুমাত্র অনলাইন ভোটিংয়ে অনীহার কারণে। ভোটার তালিকার সংযোজন–বিয়োজন চলুক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'রুট মার্চ' চলুক তেমনি সব রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ করে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের সহবৎ শেখানো হোক যাতে 'স্যার'–এর শাসনে এই ভোট পর্বে নিযুক্ত ভোট কর্মীরা সঠিকভাবে নিশ্চিন্তে ভোট গ্রহণ করতে পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

রাম বললেন, হে ভগবান্! কোথা থেকে এল? বশিষ্ঠ বললেন, নিস্কল ব্রহ্মে অলীক কলা–প্রতীতি। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, তাই সত্য, মিথ্যা, দ্বৈত, অদ্বৈত, এক, বহু, আদি, অনন্ত এই সকল ভাব বা শক্তি একমাত্র সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু যখন নেই, তখন সমস্ত ভাব বা শক্তির ধারক যে তিনিই, এই যুক্তি সিদ্ধ হয়। চাঁদের আকর্ষণে সাগরের জল যেমন উত্তাল হয়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করে, তেমনই চিৎঘন আত্মাই প্রথমে চিত্ত হয়ে, পরে সেই চিত্ত হতে বাসনাময়, কর্মময় ও মনোময় শক্তি প্রকাশিত হয়ে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করে। সেই দৃশ্যের উপভোগে দৃশ্যসমূহ সত্যরূপে প্রতীত হয়। এই ভাবেই জীব, দৃশ্য, জ্ঞান সমস্তই ব্রহ্ম হতে উদিত হয়ে ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সাগরের তরঙ্গ যেমন জলময়, তেমনই সমস্ত জগতও ব্রহ্মময়। রাম বললেন, হে ভগবন্! আপনার এই উপদেশ খুবই দুরূহ। আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না। মনের অগোচর শাশ্বত ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সেই ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট এই নশ্বর জগৎ কোথায়, কিভাবে আছে? কোনও বস্তু হতে উৎপাদিত বস্তু স্বভাবে, গুণে, কার্য্যে সমধর্মী হয়, এমনই সতঃসিদ্ধ। যেমন প্রদীপ হতে অন্য প্রদীপই প্রজ্জলিত হয়, মনুষ্য হতে মনুষ্য সৃষ্ট। তাহলে নির্বিকার, নিত্য, সত্য আত্মা হতে বিকারশীল, অনিত্য, অলীক জগৎ সৃষ্ট হয় কিভাবে? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বললেন, রাম। সমুদ্রে যে তরঙ্গ, তা জলেরই তরঙ্গ, ধূলিতরঙ্গ নয়। দাহিকা শক্তিতে তাপই উৎপাদিত হয়। জগতেও তেমনই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কল্পনা নেই। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ। আপনি বলেছেন যে, ব্রহ্ম দ্বন্দ্বাতীত, তিনি সুখ–দুঃখের অতীত। কিন্তু সেই ব্রহ্ম হতেই সৃষ্ট এই জগৎ দুঃখময়, দ্বন্দ্বাত্মক; এই বৈসাদৃশ্য তো নিয়মবিরুদ্ধ! তাহলে জগৎ আসলে ব্রহ্মই এমন সিদ্ধান্ত হয় কি ক"রে? আমি আপনার এই উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। একমাত্র ব্রহ্মই যদি বিদ্যমান থাকেন, তবে এই জগৎ হে রঘুতনয়! এই জগৎ হল এক ব্রহ্ম–বিবর্ত অর্থাৎ

বাল্মীকি বললেন, রামের এই কথা শুনে বশিষ্ঠ ভাবলেন, রাম নিশ্চয়ই অনেক শুদ্ধচিত্ত হলেও এখনও এই তত্ত্ব সম্যক ধারণা করার উপযুক্ত নয়। বুদ্ধির মল সম্পূর্ণ বর্জিত না হলে জগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আয়ত্তে আসে না। যিনি জগতের জড়তা পরিহার ক"রে চিন্ময় একরস আস্বাদন করেছেন, এই উপদেশ তাঁর কাছে সহজগম্য, কিন্তু অজ্ঞতার সামান্য অংশ অবশিষ্ট থাকলে এই উপদেশ গ্রহণ করা দুস্কর হয়। দৃষ্টি যদি দৃশ্যে নিবদ্ধ থাকে, তবে দৃশ্যের অন্তরালে ব্রহ্ম উপলব্ধি করা যায় না। তাই রাম এখনই এই উপদেশ গ্রহণে উপযুক্ত নয় ভেবে বশিষ্ঠ বললেন, হে নিষ্পাপ! ব্রহ্মে কোন কলঙ্ক আছে কিনা তা পরে উপযুক্ত সময়ে বলব। এখন যা বলছি শোন। আত্মা সর্বগামী, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

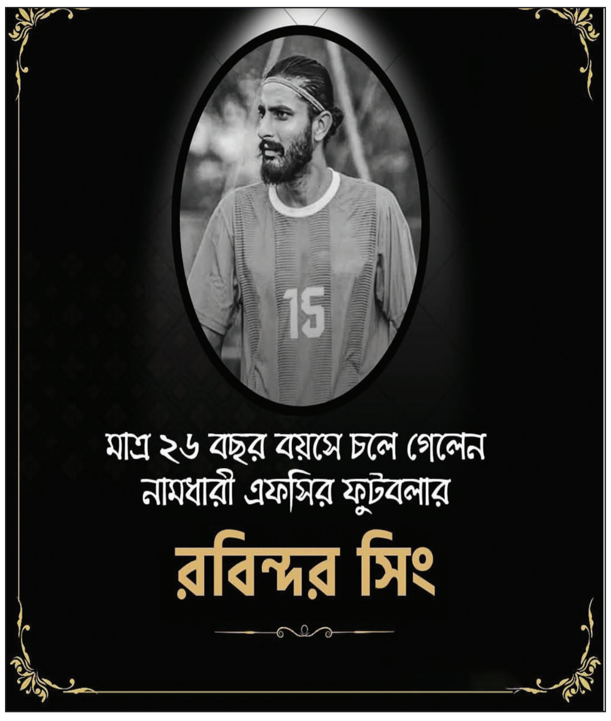

আলোকপাত

জীবনানন্দ কেবল বাংলার রূপ দেখেননি

নরেন্দ্রনাথ কুলে

লেখকের পরিচিতি তাঁর লেখা। এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই পরিচিতি নিয়েই যখন বিশেষ সম্বোধনে লেখকের পরিচয় গড়ে ওঠে তখন সেই সম্বোধনের মধ্যেই পাঠকসহ সকলেই তাঁকে অনায়াসে চিনতে পারে। এই সম্বোধন ক্রমেই লেখকের উপাধিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে লেখকের সামগ্রিক মূল্যায়নে একটা ধন্ধ তৈরি হতে পারে বা কখনো তা হয়ে যায়। যেমন অমর কথাশিল্পী বললে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা সকলেই জানে এবং চেনে। কিন্তু তিনি কি শুধুই কথাশিল্পী ? তিনি এই শিল্পের জন্যই কি অমর হয়ে আছেন ? লেখক মাত্রই ত কথাশিল্পী। তাহলে তাঁর শিল্প অন্য সকল লেখকের শিল্প থেকে শ্রেষ্ঠতম বলতে হয়। এ বিষয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধুই কথাশিল্পী হিসেবে অমর তা কি একেবারে বলা যায় ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রেও কবিগুরু বা বিশ্বকবি পরিচয় কি শেষ কথা হতে পারে ? এভাবে পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও বলা যায় তাঁদের এই পরিচয় তাঁদের সামগ্রিক লেখক সত্তার পরিচয় তা কি বলা যায় ? কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কেও এমন প্রসঙ্গ সহজেই এসে যায়। কারণ নানা আখ্যানে বা উপাধিতে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন কবিগুরু থেকে তাঁর সমসাময়িক সহকবিরা।

কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর আগে কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন, তিনি চিত্ররূপময় কবি। তাঁর সম্পর্কে কেউ বলেন প্রকৃতির কবি, কেউ বলেন সৌন্দর্যের কবি, কেউ বলেন, নির্জনতার কবি বা বিষন্নতার কবি। এভাবে তিনি ধূসরতার কবি, মৃত্যুচেতনার কবি সহ নানা নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। সব উপাধি তাঁর প্রশংসার এ কথা বলা যায় না। তাঁর সমসাময়িকের অনেকেই তাঁকে কাঁটার মুকুট পরাতে একবিন্দু দ্বিধা করেনি তখন। তবে তাঁর নাম ও রূপসী বাংলা সমার্থক বলেই আজ সাধারণ পাঠকের কাছে সবথেকে বেশি পরিচিত। কিন্তু এত নামের সমাহারের পাশাপাশি তিনি ইতিহাস চেতনার কবি, সমাজ ও সময়চেতনার কবি, পরাবাস্তববাদী কবি থেকে জীবনবোধের কবি হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছেন। এমনকি অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, তিনি হলেন শুদ্ধতম কবি। এই কবি কবিতাকে গদ্যের স্পন্দনতায় মুক্ত আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করে জীবনবোধকে আলাদাভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন। শব্দের নিস্তব্ধ ঢেউয়ে বিচিত্র চেতনার সময়োত্তর গমনে হয়তো তিনি শুদ্ধতম কবি। কাব্যগ্রন্থ এবং কবিতার বিষয়ে শব্দের রঙে কবি নানা পরিচয়ের রঙে ধরা পড়েছেন। বাংলার প্রকৃত মুখ যে কবি দেখেছেন তিনিই গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক রূপ, সংস্কৃতি, ইতিহাসের কাব্যিক রূপের অনন্য ধারায় হয়ে উঠলেন রূপসী বাংলার কবি, প্রকৃতির কবি। কবি তাঁর এক একটি কাব্যগ্রন্থে নিজেকে ধরা দিলেন এক একটি রূপে। সাতটি তারার তিমির গ্রন্থে তাঁর পরিচয় তিমির হননের কবি। ধূসর পান্ডুলিপি থেকে ধূসরতার কবি মৃত্যুচেতনার কবি। বনলতা সেন বলে দেয় কবি প্রেমের, প্রকৃতির, উপমার। ইতিহাস ও সময়চেতনায় তাঁর মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা।

প্রকৃতির সিঁড়ি ধরে হেঁটে গেছে যে কবির জীবন চেতনা সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে প্রেম, ভালবাসা, দুঃখ–কষ্ট–যন্ত্রণাকে ফেলে কখনো মানুষহীন আবার কখনো উদ্ভিদময় হয়ে উঠতে চেয়েছেন তিনি। আবার জীবনে জর্জরিত সময়ে বুনো হাঁস হতে চেয়েছেন। প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে জীবন চেতনার এই সহবাসে আমরা পেয়েছি কবি জীবনানন্দর সৃষ্টি। তবুও এ সৃষ্টির শাখাপ্রশাখায় তাঁর আবহমান মৃত্যুচিন্তা আবার গ্রাস করে নেয় কবির জীবনের সব সাহস–সংকল্প–প্রেমকে। এই সন্ধিক্ষণে একে একে কবি দেখেছেন দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ। এই ঘটনাগুলো প্রকৃতিচেতনা থেকে কবির ইতিহাসচেতনা ও সমাজচেতনার প্রতিফলনের ছাপও পড়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। তখন কবির ভাবনায় এসেছে মানুষ, মানুষের বেদনা। সেই বেদনার স্রোতে বয়ে গেছে মানবত্বের ধারা।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও যুদ্ধের কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষের জীবনের পরিবর্তনের ছবি বেলা অবেলা কালবেলা। কবির চৈতন্যে মনন–প্রতিভার কেলাসন সনাক্ত করে বেলা অবেলা কালবেলা। আবার কখনো সময়ের বিপন্নতা তাঁর মুক্ত আবেগ থেকে বিকর্ষিত হয়। বেলা অবেলা কালবেলায় আলো পৃথিবী নিয়ে কবির উপলব্ধি আশা–নিরাশার ডানায় দেশ–দেশান্তরে বিচরণ করে। আলোপৃথিবী কাব্যগ্রন্থের যে–কবিতাগুলো যুদ্ধোত্তর পর্বে মানবসমাজের সংকটের উপলব্ধির ইতিহাস করে, সে তো কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না।

"সুদর্শনা গ্রন্থের অনির্বাণ কবিতায় –পৃথিবীর কাছে আমাদের/সব কথা–সব কথা বলা/...যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন/ বেধে গিয়ে ব্যাহত রণনে/ শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—/মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে;। এমন পরিস্থিতির মাঝেই পৃথিবী, জীবন, সময় কবিতায় আশার আহ্বান করেছেন—এসো জাগো হৃদয়, তুমি বিষয় জেনেছিলে,/ গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে,/ সে সব আলোয় গ্রহণ করো আরেকরকম ব্যবহারের মানবপৃথিবীকে।

মানবসমাজের সংকট ও হতাশা নিয়ে কাব্যগ্রন্থ মহাপৃথিবী। প্রকৃতি, প্রেম, হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সময়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজেছেন কবি তাঁর বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে। বনলতা সেন, সুচেতনা, সবিতা, সুরঞ্জনা নারী–নামক কবিতাগুলি শুধু একক নারীর কথা নয়। সমাজ–সংস্কারের বেড়াজালে এই নারীর অস্তিত্ব আজও সমাজ–সভ্যতা ও যুগের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছে।

'কৃষ্ণা দশমী' গ্রন্থের কবিতার লাইনে লাইনে সামাজিক অবক্ষয়ের সূক্ষ্ম প্রতিবাদ যেমন করেছেন, তেমন আবার স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি কবির মোহভঙ্গ হয়েছে। তাই তো তিনি আশা–নিরাশা নিয়ে শব্দের স্তরে স্তরে ঘুরেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। রাষ্ট্র স্বাধীন হলেও নিঃসহায় মানুষের বিপন্নতা কমতে দেখেননি। বরং কবি দেখালেন দুর্বলের আশ্রয় আর রাষ্ট্র নয়। মানব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে নিরাশ্রয়ের জনক। তাই কবি জীবনানন্দ দাশ শুধু রূপসী বাংলার রূপ দেখেননি, তিনি যুদ্ধোত্তর দেশে মানবজীবনের অন্ত্যাবস্থার কালো রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

দেশ দেশান্তরে

ইরান যুদ্ধ নিয়ে

হোয়াইট হাউসে টানাপোড়েন

ঋজু দাস

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায় তা নিয়ে হোয়াইট হাউসের ভেতরে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে। এই মতভেদের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্য বক্তব্যেও বারবার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনের ভেতরে উপদেষ্টারা এখন যুদ্ধের ফলাফল কীভাবে ঘোষণা করা হবে এবং কখন 'বিজয়' দাবি করা হবে তা নিয়ে তর্ক–বিতর্কে লিপ্ত।

সূত্রের খবর, কিছু কর্মকর্তা ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন যে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলার ফলে যদি জ্বালানির দাম বেড়ে যায়, তাহলে এর রাজনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে। বিশেষ করে পেট্রোলের দাম বাড়লে দেশের ভেতরে যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন দ্রুত কমে যেতে পারে। অন্যদিকে, প্রশাসনের কিছু কঠোরপন্থী উপদেষ্টা এবং রিপাবলিকান রাজনীতিকরা ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক চাপ বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করছেন।

এই মতবিরোধের মধ্যেই হোয়াইট হাউসকে ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযানের কৌশল নির্ধারণ করতে হচ্ছে। গত বছরের নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আর 'অপ্রয়োজনীয়' বিদেশি সামরিক হস্তক্ষেপে জড়াবেন না। কিন্তু ফেব্রুয়ারি ২৮–এ শুরু হওয়া এই সংঘাত ইতিমধ্যেই বিশ্ব আর্থিক বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যেও প্রভাব ফেলেছে।

সাম্প্রতিক দিনে ট্রাম্প যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সীমিত বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটি একটি সীমিত সামরিক অভিযান এবং এর অধিকাংশ লক্ষ্য ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। তবে তার বক্তব্যে স্পষ্টতা না থাকায় জ্বালানি বাজারেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক কৌশলবিদরা দ্রুত যুদ্ধের লক্ষ্য সীমিত করে বিজয় ঘোষণা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে কিছু রিপাবলিকান নেতা—যেমন লিন্ডসে গ্রাহাম এবং টম কটন ইরানের ওপর সামরিক চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন। ফলে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশাসনের ভেতরে দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিষ্ণুপুর ও বর্ধমান পূর্ব : ঘাসের পরিবর্তনেই পদ্ম পরিবর্তনময়

ভোটের • হাওয়া

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার উনবিংশ কিস্তি...

এবারের ভোট যেন বিপরীত মুখী গেম চেঞ্জারের ডুয়েল যুযুধান মোড। কি শাসকের কি বিরোধীর।

ছাব্বিশের আগত ভোটের বসন্তে এটাই হল দুই পক্ষের অস্ত্রভাণ্ডারে আমদানি করা লেটেস্ট আক্রমণাত্মক ব্যালেস্টিক মিশাইল। অর্থাৎ নিজেকে বদলাও একঘেয়েমি চিরাচরিত নিজস্বতার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে। বরং হাইজ্যাক করে নাও বিপক্ষের আদর্শগত প্রাণভোমরার বহুল সুলালিত কৌটখানি। আর এই কনসেপ্টকে পুঁজি করেই দুই পক্ষই আত্মসন্তুষ্টির স্বপ্নে যে বিভোর, মুখ্যমন্ত্রীর মসনদ আমাদের কে আটকায় ভেবে।

এসআইআর পর্বে সুপ্রিম কোর্ট দেশবাসীকে কার্যত হতবাক করে রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে বসে। কোর্ট মনিটরিংয়ের ভুমিকায়। এক বিরলতম নির্দেশ দানের মাধ্যমে। আইনের লেটেস্ট প্যাকেজে। অনেকটা নিরপেক্ষ আম্পায়ার ডিকি বার্ডের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে।

ধরাই যাক গণদেবতার দরবারে শাসক বা তৃণমূলের ট্রেন্ডি খেলা হবে নির্বাচনী ওয়ার্মআপের স্ট্র্যাটেজির কথা। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ তৃণমূল কিন্তু তাদের নিজস্ব রাজনীতিটা করে গেছে কর্পোরেট ঘরাণায়। দলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইকন আইপ্যাককে একেবারে গ্র্যাসরুট লেবেলে মাঠে নামিয়ে। তারই নির্যাসে অমৃত মন্থনের মতো অনেকটা লোপ্পা ক্যাচ ধরার ন্যায় উঠে আসত বিভিন্ন পরিকল্পিত প্রকল্প। সঙ্গে উপযোগী তথ্যভান্ডার ও ভোটযুদ্ধের রকমারি চটকদার রণকৌশল। অতীতের বেশকিছু ভোটে তৃণমূলের এই কর্পোরেট স্ট্যাইলের উপর অগাধ নির্ভরতা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। এবারের তৃণমূল সরকারের পেশ করা ভোট অন অ্যাকাউন্টেও তার গভীরতম ছায়া প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জ্বলন্ত উদাহরণ, যুবসাথী প্রকল্প ছাব্বিশের হাওয়ায় ভাসিয়ে যুবমনকে বাগে আনা।

কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি পাবলিক নার্ভ মাপতে বর্তমান বাংলায় আজও একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিরাজ। তিনি বুঝে গেছেন অতি বেশিমাত্রায় প্যাক প্যাক নির্ভরতা এবং একচেটিয়া দুধেল গাইয়ের তোষণ বাংলার মানুষ খুব একটা ভালো চোখে আর দেখছে না। পাশাপাশি, গত ১৫ বছর যাবৎ অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষত যে তুমুল ভাবে টিএমসির সারা শরীর জুড়ে দগদগে হয়ে উঠেছে। সুতরাং পাল্টাও আন্দোলনের মেনু। রাজ্যের মানুষ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিগত দিনের বিরোধী নেত্রীর রণংদেহী ইমেজকেই মান্যতা দিতে এখনও ভালোবাসেন। চতুর নেত্রী এটা বিলক্ষণ অনুভবও করেছেন। এর উপর গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো, পশ্চিমবঙ্গের চলতি এসআইআর অভিঘাতের কম্পন শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরেই টলিয়ে দেয়নি পার্টিকে বরং তৃণমূলের দলগত নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ককেও একেবারে খাদের কিনারে নিয়ে এসে ছেড়েছে।

অগত্যা যা বিরোধীদের করার কথা সেই বিরোধিতার রাস্তাই বেছে নিয়েছেন কালিঘাটী নেত্রী। তিনি অনায়াস দক্ষতায় শাসকের জার্সি ত্যাগ করে ভোট ময়দানে নেমে পড়েছেন কল্পিত বিরোধী ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়ে। রাজ্যের বিবিধ সমস্যা সহ ধর্ষণ, তোলাবাজি, বোমাবাজি নিয়ে স্পিকটি নট। মুখে কুলুপ কর্মসংস্থানের বেহাল দশা বা চাকরি চুরি রেশন চুরি, কয়লা, বালির মতো দুর্নীতি প্রসঙ্গে। আপাতত মারো গোলি শাসকের ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রচেষ্টা। আরে বাবা ভোট বড় বালাই। জনতার কাছে বিরোধী সাজো তো সাময়িক। শাসকের ইমেজ ট্রাঙ্কে চালান করে। বরং পাবলিক এটা বেস বেশ খাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। প্রশাসনিক কাজকর্ম লাটে তোলো। আরে বাবা মাঠে নামো। রাস্তায় হাঁটো। একেবারে বিরোধী মেকআপে। চালাও মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হয়ে মহানগরের রাজপথের প্রান্তে ধর্ণা। বছর ২০ পরে। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে সপারিষদবর্গের উপস্থিতিতে। লাগাও বিরোধিতার মিডিয়া কেন্দ্রিক সর্বগ্রাসী ফোকাস। বিচারকেরা এসআইআরের কাজ পর্যালোচনা করছে করুক। তাতে আমাদের কি? রাকেশ রোশন চাঁদে গেছের মতো ছড়িয়ে যাও উল্টোপাল্টা গসিপ। ধর্ণায় বসে যাও। করো বাপবাপান্ত নির্বাচন কমিশনের। গুষ্টির ষষ্ঠি পুজো বেদম চালাও নরেন্দ্র মোদী থেকে অমিত শাহের বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক গেমপ্ল্যানে এমনই বিরোধী ডিএনএ কিন্তু প্রকট আকার ধারণ করেছে ক্রমশ সপ্তসুরে।

এত শাসকের মুখে বিরোধী মুখোশের উল্টো পুরাণের হাল হকিকৎ। তবে বিরোধী বিজেপিও এবারে ভোল পাল্টে ফেলেছে রাতারাতি। রাজ্য প্রশাসনের কুর্সি দখলের কুস্তিতে। আসন্ন বিধানসভা ভোটের ময়দানে একটা স্লোগান কি খুব প্রবল ভাবে কানে আসছে এখন আর? ভেবে দেখুন তো। আকাশ বিদীর্ণ করা বিজেপির সেই হিন্দুত্ব অস্মিতার চিরপরিচিত ডায়লগ জয় শ্রীরাম। শুনতে কি পারছেন? এবারের ভোটের বাজারে কোথায় গেল গেরুয়া শিবিরের সেই যত্রতত্র সমস্বর? কোথায় গেল ওই হিন্দুওয়ালা ধ্বনি। কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি? কোথায় গেল তৃণমূল ভাঙ্গিয়ে গণহারে নেতানেত্রী জড়ো করার পালা? বরং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম প্রাণপুরুষ অমিত শাহকে এবার কিন্তু অনেকটা অচেনা লাগছে। এই রাজ্যের প্রেক্ষাপটে। ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে ৪৮০ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে দেওয়া। আচমকা রাজ্যপাল সি আনন্দ বোসের পদত্যাগ। নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবিকে স্থলাভিসিক্ত করানো। এসবই যেন কেমন কেমন রাজ্য জুড়ে অদ্ভুত ফিসফিসানির নয়া মশলা তৈরি করা। কিন্তু সবার উর্ধ্বে অমিত শাহের মেঠো সভা এবার কিন্তু অভিনব দৃষ্টি আকর্ষণের। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের সমস্ত খালি হয়ে থাকা সরকারি পদে নতুন করে নিয়োগ করা হবে। এমনকি ভোটে জিতলে ভাজপা সরকার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন পে কমিশন অনুসারে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ প্রদান করা হবে। এমন ধরণের আগ বাড়ানো ইতিবাচক ভোট প্রতিশ্রুতি অমিত শাহের মুখ থেকে বাংলার মানুষ আগে শোনেননি। প্রশ্ন হলো, এবারের ভোটে এই ভাবে অধুনা অমিত শাহ বাংলার মাটিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন কেন? আদতে তিনি এতদিনে নিশ্চিত বুঝে গেছেন শুধুমাত্র রাম নাম তুলে বাংলা ধাম পকেটে পোড়া যাবে না। বাঙালি এখানে রাজ্য শাসকের অচলায়তনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্রেফ হিন্দুয়ানার বিনিময়ে রাজ্যপাট তারা তুলে দিতে প্রস্তুত গৈরিক বাহিনীর হাতে। সুতরাং বাঙালিয়ানার এই সম্যক চিরায়িত মনোভাবটা উপলব্ধি করেই বিজেপির কোর থিংট্যাঙ্ক দিনে দুপুরে তাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের রণকৌশল পাল্টে ফেলেছে। কর্মসংস্থান ও রাজ্যবাসীর সংবেদনশীল নায্য পাওনাকেই তাই অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন অমিত শাহ।

বিজেপি নয়া রাজনীতির দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। তারা এবার লোহা দিয়ে লোহা কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা মুখ্যমন্ত্রী আসন দখলের অস্ত্র হাইজ্যাক করে তৃণমূল সুপ্রিমোকেই গদিচ্যুত করতে চায় পদ্মধারীরা। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। টিএমসি জিতেও ছিল সেবার। এবার। ২০২৬ সাল। ঠিক সেই এক ট্যাগ ওয়ার্ড পরিবর্তন ফিরে এলো নির্বাচনী ময়দানে দীর্ঘ ১৫ বছর বাদে। সরকার পাল্টানোর টেস্টেড ওষুধ হয়ে। বিজেপির মগজে। তাহলে আর দেরি কেন? রাজ্যের দিকে দিকে। পর্বে পর্বে। দিনে দিনে। আভি ছোটাও রথ। পরিবর্তন যাত্রার পরিকল্পিত স্যাম্পেলে। ধারাবাহিক নানা প্রান্তে কার্পেট বোম্বিং করার স্টাইলে। সরকারে মিস রুলের কাহিনী তুলে ধরতে শহর থেকে গ্রামে। গঞ্জ হতে মহানগরে। এ যেন বাংলার মুখ দেখিয়াছি আমরা পরিবর্তনের দর্শনে। আধুনিক বঙ্গ বিজেপি আজ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তনে আপাদমস্তক পরিবর্তনময়।

দুই মুখোমুখি দলের সাম্প্রতিক অবস্থানের ঢেউ কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো বিষ্ণুপুর ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা অঞ্চলের বিধানসভা ভিত্তিক সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। এখানকার ভোটারেরাও সমান ভাবে যথেষ্ট নজর রাখতে শুরু করেছেন আসন্ন ছাব্বিশের ভোট যুদ্ধে পারস্পরিক দলগুলোর এমন ধারার প্রচারের অ্যাপ্রোচকে কেন্দ্র করে।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি বিষ্ণুপুর আসনটি ছিনিয়ে নেয় ৫,৫৬৭ ভোটে। তখন সেখানে মোট ভোটার ছিল ১৭,৫৪,২৬৮ জন। তারমধ্যে ৬,৮০,১৩০ বা ৪৪.৯৩% ভোট পায় বিজেপি। আর তৃণমূল অর্জন করে ৬,৭৪,৫৬৩ অথবা ৪৪.৫৬% ভোট। ২০১৯ সালেও বিজেপি জেতে এই আসনে। তবে ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রে রাজ করে তৃণমূল। এখানকার বর্তমান সাংসদ সৌমিত্র খাঁ সাম্প্রতিক কালে বিজেপি শিবিরের হলেও ২০১৪ সালে তিনি কিন্তু ছিলেন টিএমসি প্রার্থী। আবার এই তিনিই ২০১১ সালে কোতলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয় পান কংগ্রেসি হিসেবে।

বিষ্ণুপুর লোকসভা ভোটে ২০০৯, ২০০৪, ১৯৯৯, ১৯৯৮, ১৯৯৬, ১৯৯১, ১৯৮৯, ১৯৮৪, ১৯৮০, ১৯৭৭ ও ১৯৭১ সালে পরপর ১১ বার সিপিএম নিজেদের জয়যুক্ত করেছিল। তবে ১৯৬৭ এবং ১৯৬২ সালে কংগ্রেস এখানে বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৫৭ আর ১৯৫২ সালে এই কেন্দ্রটি ছিল বাঁকুড়া লোকসভার অন্তর্গত।

২০২১ সালে রাজ্যে এযাবৎ শেষতম বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানীয় ৭টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জিতেছিল বিজেপি। বাকি দুটি পায় তৃণমূল। ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী আসনে পদ্মফুল ফোটে যথাক্রমে ১১,৫৫১, ১১,১৩৩, ১১,৭৮৫, ৭২২০, ১০,৮৮৮ ভোট পার্থক্যে। ঘাসফুল বিকশিত হয়েছিল বড়জোড়া এবং খণ্ডঘোষ কেন্দ্রে ৩,২৬৯ ও ২০,৮৮৬ ভোট ফারাকে।

তবে বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকার ৭ টি যে আসন রয়েছে তাতে কিন্তু আসন্ন ভোটে তৃণমূলের অবস্থান এখনকার সময়ে যথেষ্ট উদ্বেগের। খুব বড় আকারের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন আচমকা না ঘটলে, এখানে বিজেপি হয়তো ৬ টি কেন্দ্রও দখল করে নিতে পারে। তৃণমূল সেখানে এক থেকে শুন্যে নেমে যেতে পারে।

বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রটি নতুন ভাবে পুনর্গঠন করা হয় ২০০৯ সালে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে। এর পূর্বে এটি ছিল পূর্বতন বর্ধমান লোকসভা আসনের মধ্যে। যা অধুনা বিলুপ্ত করা হয়েছে। তবে ২০০৯ সালে সিপিএম এখান থেকে দিল্লির যাত্রা সুনিশ্চিত করে। এরপর লাগাতার তিনবার ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে তৃণমূল জয় পায় অনেকটা নিশ্চিত হয়েই।

গত লোকসভা নির্বাচনে এই লোকসভা কেন্দ্রে ১৮,০১,৩৩৩ জন মোট ভোটদাতা ছিলেন। তৃণমূল এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল ৭,২০,৩০২ ও ৪৮.১১% ভোট। বিজেপির কপালে জুটেছিল ৫,৫৯,৭৩০ বা ৩৭.৩৮% ভোট। সুতরাং এখানে তৃণমূলের জয়ের মার্জিন ছিল ১,৫০,৫৭২টি ভোটের।

এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা আসনগুলো হল রায়না, জামালপুর, কালনা, কাটোয়া, মেমারি, পূর্বস্থলী উত্তর এবং পূর্বস্থলী দক্ষিণ। যার প্রতিটিতেই সবুজ আবীরে মেতে উঠেছিলেন তৃণমূল নেতাকর্মীরা। এইসব আসনে ২০২১ সালের নবান্ন কব্জার ভোট লড়াইয়ে টিএমসি চওড়া হাসি হেসেছিল সংখ্যানুক্রমে ১৮,২০৫, ১৭,৯৭১, ৭,৪৭৮, ৯,১৫৫, ২৩,০৭৮, ৬,৭০৬ এবং ১৭,৪১০ ভোটের ব্যবধানে।

এ হেন বিধানসভা আসনগুলোতে আগামী ভোটের নিরিখে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে বিজেপি। তারা অন্তত চারটি আসন পেতে পারে বলে একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান। পরোক্ষে তৃণমূল ৩ টি আসন ধরে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়েও বিস্তর সংশয় রয়ে গেছে এই মুহূর্তে। তবে রাজনীতিতে শেষ সম্ভবনা বলে কিছু হয় না। তাই শেষের শেষটাই এখন শুধু দেখার বাকি রয়েছে।

বিষ্ণুপুর লোকসভা
বর্ধমান পূর্ব লোকসভা

আরো খবর

উত্তরের আঙিনায়

প্রকল্পের সুচনা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৯ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের অন্তর্গত আনুমানিক সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রাঙ্গণ থেকে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৬নং ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য পাশাপাশি উক্ত এলাকার সুনাগরিকদের জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ১টি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার শুভ সূচনা হল এছাড়াও পুরো নিগমের অন্তর্গত ৩২ নং এবং ১৯ নং ওয়ার্ডে আবর্জনা দ্রুত তার সঙ্গে পরিষ্কার করার কাজে জন্য ২টি নেট ভ্যান এবং ৩টি টোটো পরিষেবার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয়। এই সবগুলি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদ সদস্য–সদস্যরা ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

এছাড়াও ১২ মার্চ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ লক্ষ টাকা অর্থানুকূল্যে পুরনিগমের জল দপ্তরের নতুন ভবন এবং প্রধান ভবনের মাঝে সংযোগকারী নবনির্মিত গাংওয়ের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন কমিশনার মেয়র পরিষদ সদস্য এবং কাউন্সিলরবৃন্দ। এই নবনির্মিত ভবনের জল সরবরাহ দপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে দপ্তরের কর্মচারীদের কাজের আরো সুবিধা হবে এবং জনসাধারণ ও তাদের জল সংক্রান্ত কাজের আরো পরিশোধ হবে বলে অনেকে অভিমত জানান।

বিস্ফোরণে মৃত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ১২ মার্চ সকালে নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লা ডিপো এলাকায় একটি গাড়ির গ্যারেজে তেলের ট্যাংকার ওয়েল্ডিং করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে কর্মরত ২ জন শ্রমিক গুরুতর জখম হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গ্যারেজের টিনের চাল উড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বজবজ থানার পুলিশ এবং জখম ২ শ্রমিককে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তারেরা বুইতা এলাকার শেখ ফারহান(১৭) নামে শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরেকজন এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই গ্যারেজটি কিছুদিন আগে নাকি একটি জলাভূমি অবৈধভাবে ভরিয়ে করা হয়েছিল। গ্যারাজটির মালিক হাজী নিজাম। এই গ্যারেজে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সেরকম ছিল না। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। তবে পুলিশ খতিয়ে দেখছে এই বিস্ফোরণের নেপথ্যের কারণ কি এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় একটা চাপা আতঙ্ক রয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তব্য এই গ্যারেজের মালিক নাকি শাসকদলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাই পুলিশ এ ব্যাপারে তেমন কিছুই পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

যুদ্ধের প্রভাব ইরানের চিকিৎসাক্ষেত্রেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস উৎযাপিত হয়। এ বছর ১২ মার্চ ২১ তম কিডনি দিবস পালন করলো মনিপাল হাসপাতাল। প্রখ্যাত ডাক্তারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. কুনাল সরকার, উক্ত হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের নির্দেশক দিলীপ কুমার পাহাড়ি সহ ডাক্তার উপল সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা। উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস এখন কিডনি অসুখের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বংশানুক্রমে কিডনির অসুখ খুবই কম দেখা যায়। যদিও দূষণও এখন কিডনি রোগের কারণ হচ্ছে। এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হয় এই দিন। সব ডাক্তারেরা প্রতিস্থাপন নিয়ে ভরসা জোগায়। প্রতিস্থাপনের কথা উটতেই ডা. কুনাল সরকার বলেন, তিনি খুবই চিন্তিত এই সময়ের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কারণ পরিসংখ্যান বলছে ইরান সবথেকে বেশি প্রতিস্থাপনের নিদর্শন রেখেছে। ওই দেশে প্রতিস্থাপনের যে মানসিকতা তৈরি হয়েছে তা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে, ইসলামিক দেশে এমন নিদর্শন খুব কমই রয়েছে। তাই এই যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে চিকিৎসাক্ষেত্রে যে প্রভাব পড়বে তা বেদনাদায়ক। তিনি ডাক্তারদের উদ্দেশে বলেছেন মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। সকলেই কিডনি সংক্রান্ত অসুখ থেকে বাঁচতে সঠিক শারীরিক কসরৎ এবং সুষ্ঠ দিনযাপনের পরামর্শ দেন।

TRANSPLANT CENTRE
12 March 2026
Kidney Heart Liver BMT

ছবি : প্রীতম দাস

সংকল্প যাত্রায় উদ্বুদ্ধ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ৭ এবং ৮ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৬টি বিধানসভা জুড়ে বিজেপির সংকল্প রথযাত্রায় উদ্বুদ্ধ দলের নেতাকর্মীরা। আমতলা নিবারণ দত্ত রোড ধরে রথ এগিয়ে চলে বাখরাহাট বাজার হয়ে বজবজ–চড়িয়াল হয়ে মহেশতলার বাটার মোড়ে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় এই রথযাত্রাকে বরণ করে নেওয়া হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্যোগে। বিপ্লব কুমার দেব তার বক্তব্যে মূল্যে বাংলায় পরিবর্তন আনতেই হবে। পরেরদিন বিজেপির সংকল্প রথযাত্রা মহেশতলা থেকে শুরু করে ময়নাগড়–জোকা হয়ে ডায়মন্ড হারবারে শেষ হয়। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ বলেন, ২ দিন ব্যাপী বিজেপির সংকল্প রথযাত্রা সফলভাবে শেষ হয়েছে এতে আমরা অত্যন্ত খুশি। কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলা বা গণ্ডগোল হয়নি। আমাদের কর্মী সমর্থকরা ও অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির

বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে আবার নতুন করে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা হবে। এখন রাজ্যে কাটমানির সরকার চলছে। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলেও পিছন থেকে সরকার চালাচ্ছে ভাইপো। বাটার মোড়ে জনসভায় সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এবার যে কোন সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা রথযাত্রার প্রমুখ সোমনাথ রায় বলেন, এত সুন্দর এবং নির্বিঘ্নে নিয়ে আমাদের রথযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার সহ সংশ্লিষ্ট থানার আই সিদের আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তাদের তৎপরতার জন্যেই কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়নি।

ভোট করানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চন্দ্রপুর থানার লাউজোড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন করাতে হবে বলে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'লাউজোড় সমবায় সমিতির নির্বাচন রাজ্য পুলিশের সংখ্যা কম দেখিয়ে বারবার নির্বাচন করতে দিচ্ছিল না রাজ্য সরকার। সম্প্রতি একটা কমিটি গঠন করা হয় সমবায় সমিতি চালানো। সেই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় লাউজোড় গ্রামের যুবক চিন্ময় মালী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লাউজোড় সমবায় সমিতির নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে করানোর কথা বলে কলকাতা হাইকোর্ট। তখন রাজ্যের আইনজীবী এই নির্বাচন রাজ্য পুলিশ করতে পারবে বলে জানিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হবে এই নির্বাচন।'

নির্ধারণ করবে প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

এতকিছুর পরেও সকলের মনে প্রশ্ন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কি এবার পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখতে পাবে? যদিও সিইসি বলেছেন, কোন পক্ষপাতিত্ব তিনি বরদাস্ত করবেন না। পূর্বতন দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত যে কোনও আধিকারিক যদি পক্ষপাতিত্ব করেন এবং ঠিকঠাক কাজ না করেন তাহলে কাউকেই রেয়াৎ করা হবে না।

তবে এখন সবচাইতে বড় প্রশ্ন, ভোট কবে থেকে এবং কত দফায় হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করতে হয়েছে বেশ কয়েক দফায়। এ বছরও কি সেই পথেই হাঁটবে নির্বাচন কমিশন। এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, সন্ত্রাসের পরিমাপ দেখেই নির্ধারণ করা হবে ভোটের দফা। অর্থাৎ পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে এরাজ্যের প্রশাসনের। তারা যদি সন্ত্রাস দমন থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা উন্নতি করতে পারে তাহলে ভোটের দফা কমবে। এখন দেখার তারা কি সত্যি এই পরীক্ষায় পাস করতে পারবে?

এসআইআর–এ ভোটার পর্যালোচনার পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে তবে কি ভোট ঘোষণা হবে? সেই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। যদিও ইতি উতি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে মার্চেই হতে পারে ভোট ঘোষণা। তবে তা শান্তিপূর্ণ ভাবে কত দফায় হবে তা নির্ভর করছে এরাজ্যের প্রশাসনের উপরেই।

দাম বেড়েছে গ্যাসের অটো নেই রাস্তায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সরকারিভাবে কয়েকদিন আগেই বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। আর শুধু যে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে তাই নয়, সঙ্গে বেড়েছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের। আর এর ফলেই বহু রাস্তাতেই অটো বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কারণ প্রতিটি অটো রুটে ভাড়া বেড়েছে। গ্যাসের দাম বাড়ার কারণেই বাড়ানো হয়েছে ভাড়া এমন মত অটো চালকদের। কয়েকদিনের যুদ্ধ পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীদিনে যে অটো এবং গ্যাসের সমস্ত ব্যবহারকারী যানবাহন রাস্তায় আদৌ বের হতে পারবে কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে আশঙ্কার কারণ।

উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তৈরি হয়েছে গ্যাসের হাহাকার। বাদ নেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার শহরতলী লাগোয়া অটো রুটে। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে অটো রেখে তবেই মিলছে প্রয়োজনীয় জ্বালানি। এর ফলে সারাদিনে অটো রুটের ট্রিপ যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি বেড়ে যাচ্ছে পরিবহন খরচ। বারুইপুর–গড়িয়া, ক্যানিং–বারুইপুর, গড়িয়া–কামালগাজী, সোনারপুর–গঙ্গাজোয়ারা, চম্পাহাটি–ঘটকপুকুর, তালদি–জীবনতলা, জীবনতলা–ঘটকপুকুর সহ বিভিন্ন এলাকাতে কমে গেছে অটোর সংখ্যা। কোনরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অটো ভাড়া। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

এবিষয়ে অটোচালক বাবলু মণ্ডল বলেন, প্রতি কেজিতে গ্যাসের দাম ১০ টাকা করে বেড়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তবেই মিলছে গ্যাস। শুধু তাই নয় কখনো কখনো দুই থেকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত লাইন পড়ে যাচ্ছে। গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে ভাড়া বাড়াতে হয়েছে আমাদের।

জেলার পরিবহন দপ্তরের হিসাব মতো সিএনজি পরিচালিত প্রায় অটো চলে ৭–৮ হাজারের কাছাকাছি। যাদের মধ্যে অনেকেই অটো রুট থেকে অটো তুলে নিয়েছে। শুধু তাই নয় যে সমস্ত গ্যাস পাম্পগুলি জেলাতে ছিল তার অধিকাংশই এখন নিঃশেষিত হতে বসেছে। দুই একটি জায়গাতে গ্যাস মিলছে। সেখানেই পড়ছে অতিরিক্ত লাইন। গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাড়া বাড়ায় সমস্যায় পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। ইতিমধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে নিত্য যাত্রীদের মধ্যেও। পরিস্থিতি কত দিনের স্বাভাবিক হবে তা বুঝতে পারছে না কেউই। ফলে যুদ্ধের আশঙ্কায় আঁচ পড়েছে রাস্তার পরিবহনে।

তারিখ- ১২ ইমার্চ ২০২৬, বৃহস্পতিবার • সময়-
অশ্বিনী রাজ কমিউনিটি হল (বেলিয়া

বাঁকুড়া বড়জোড়া বিধানসভার, বেলিয়াতোড় অশ্বিনী রাজ কমিউনিটি হলে সিপিআই(এম) বড়জোড়া বিধানসভা নির্বাচন কমিটির আহ্বানে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহম্মদ সেলিম। বক্তব্য রাখেন পলিটিব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবলীনা হেমব্রম, রাজ্য সদস্য কমরেড অজিত পতি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড যদুনাথ রায়। উপস্থিত ছিলেন পার্টি নেতা মহাদেব সিংহ, সুজয় চৌধুরী, সুজিত চক্রবর্তী, গৌতম চ্যাটার্জী, সাগর বাদ্যকর, সুদীপা ব্যানার্জী, রামপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ। আগামী ভোটে মানুষ বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো ও বিজেপিকে বিচ্ছিন্ন করে বামফ্রন্টকে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

সুস্থায়ী কৃষি ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবিকা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে ৬ এবং ৭ মার্চ ঠাকুরপুকুরের তালতলা স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গনে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হল সুস্থায়ী কৃষি ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎসব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, কৃষিবিদ অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জি, এবং সংস্থার ডিরেক্টর ডালিয়া রায়। সুস্থ থাকার জন্য কিভাবে চাষ করা উচিত এবং কিভাবে খাবার খাবেন সে নিয়ে অভিজ্ঞ কৃষিবিদরা বক্তব্য রাখেন। দুদিন ব্যাপী এই খাদ্য উৎসবে বেশ কয়েকটি স্টলও ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে প্রায় ১ হাজার জন চাষী এই সুস্থায়ী কৃষি ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

বার কাউন্সিলের ভোটে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের ভোট হল ৯ ও ১০ মার্চ। রাজ্যের সমস্ত বার লাইব্রেরীতে ভোট নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে ছিল দারুণ উত্তেজনা। ৭৫জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে ২৩ জনকে বেছে নেওয়া, উত্তেজনাহীন হবে নাই বা কেন? ২৩ জনের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা নির্বাচিত হবে। ২ জন মহিলাকে মনোনীত করবে বার কাউন্সিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে তাতে রাজনৈতিক দলের ছায়া পড়বে না, তা কি হতে পারে। সরাসরি তৃণমূলের প্রার্থী ছিল ২৩ জন। বিজেপির ২২জন, বামেদের ১২ জন। বাকিরা কোনো দলের গাড়িতে উঠতে পারেনি। আবার একই দলের মধ্যে রেষারেষি ছিল দেখার মতো। ভোট ভালো পড়েছে। তবে ফলাফল কবে জানা যাবে তা কেউই বলতে পারবেন না। এখানে ভোট গণনা অনেকটা সাপলুডো খেলার মতো। ভোটে জয়লাভ করে নির্বাচিত সদস্যরা আইনজীবীদের জন্য কি কি মঙ্গলকাব্য রচনা করবেন তা এখনই বলা যাবে না। যাই হোক আলিপুর যে সেই মঙ্গল যজ্ঞে বিশেষ ভূমিকা নেবে সে কথা আগাম বলে রাখা যায়।

সাগরে আধুনিক হেলথ ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : ভৌগোলিক অবস্থান এবং নদীবেষ্টিত যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া বরাবরই এক বড় চ্যালেঞ্জ।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্থানুকূল্যে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে অত্যাধুনিক ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট–এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। আনুমানিক ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই ইউনিটটি সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন বিডিও কানাইয়া কুমার রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শান্তনু হালদার এবং স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুতনু মাইতি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

"মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীন"।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫ম বর্ষ
সুন্দরবন বইমেলা-২০২৬
ও
আর্ট-হেরিটেজ উৎসব
আয়োজক
সুন্দরবন বইমেলা কমিটি
এবারের ভাবনা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক
স্থান-মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ) প্রাঙ্গণ
ছোটমোল্লাখালি, সুন্দরবন কোস্টাল,
ব্লক-গোসাবা, দঃ ২৪ পরগনা
তারিখ - ১৩-১৮ মার্চ, ২০২৬, বাংলা ২৮শে ফাল্গুন-৩ চৈত্র, ১৪৩২
উদ্বোধক স্বামী বেদানুরাগানন্দ
সহ-অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ
প্রধান অতিথি - প্রফেসর প্রজিৎ কুমার পালিত
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
সম্মানীয়া অতিথি - শ্রীমতী অষ্টমী মিস্ত্রী,
প্রধান - ছোটোমোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত
সবারে করি আহ্বান। সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।
মেলায় আসুন আলিপুর বার্তা / দেশলোক পত্রিকার স্টলে। থাকছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনীর বিভিন্ন প্রকাশনা। আড্ডায় থাকছেন লেখকরাও।

কৃষকদের স্বার্থরক্ষায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগ
আলুর অভাবী বিক্রি রোধ করার লক্ষ্যে এবং লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে আলু সংগ্রহ প্রকল্প (পটাটো প্রোকিওরমেন্ট স্কিম) ২০২৬-এর সময়সীমা ১০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি

- আলু সংগ্রহ প্রকল্প (পটাটো প্রোকিওরমেন্ট স্কিম) ২০২৬-এ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আলুচাষিদের থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আলু সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে
- এ-বছর আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি কুইন্টাল ৯৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে
- ব্যাপক অংশের আলুচাষির স্বার্থে রাজ্যের সমবায় দপ্তরের আওতাধীন হিমঘরগুলি ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে
- এই প্রকল্পটি হিমঘর মালিকদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। কেবলমাত্র সঠিক গুণমান-যুক্ত জ্যোতি আলু সংগ্রহ করা হচ্ছে
- রাজ্যের সকল হিমঘরে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক আলুচাষিদের জন্য **৩০ শতাংশ স্থান সংরক্ষিত করা হয়েছে।** কৃষকরা এই স্থান সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার জন্য **২৫ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন**
- এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী হিমঘর এবং অন্যান্য সংস্থা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে রাজ্য সরকার যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। এ-বছরে কৃষকস্বার্থে এই সংক্রান্ত বেশ কিছু নিয়ম শিথিল করা হয়েছে
- জেলাগুলিতে অবস্থিত সবজি ক্রয়কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত **১৩,৯৭০ মেট্রিক টন** সবজি (যার বাজারমূল্য প্রায় **২৪ কোটি টাকা**) সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে
- সহায়ক মূল্যে সরাসরি **প্রতি বছর গড়ে ১৮ লাখের বেশি কৃষকের থেকে গড়ে ৫০ লাখ মেট্রিক টনের বেশি ধান সংগ্রহ করা হয়েছে**
- রাজ্যের **৮৪৪টি সুফল বাংলা বিক্রয়কেন্দ্রের** মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাজারদরের থেকে **১৫-20% কম দামে** তাজা সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে
- রাজ্যে হিমঘরে আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা **৬১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৯১ লক্ষ মেট্রিক টন** হয়েছে
- রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদন **তিনগুণ বাড়িয়ে** স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে **১ লক্ষ মেট্রিক টন-এর বেশি পেঁয়াজ সংরক্ষণ**-পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে

বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং ব্লক আধিকারিক-এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন
কৃষকদের সাথে, কৃষকদের পাশে | কৃষিজ বিপণন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বায়ুদূষণ রোধে অত্যাধুনিক যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় ছোটো থেকে বড়োর গাড়ির সংখ্যা প্রতিনিয়ত অত্যাধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পৌর এলাকায় বায়ুদূষণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষাক্ত ধূলিকণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যেখানে বড়ো আকারের নির্মাণ কাজ জারি রয়েছে, সেখানের বায়ুতে সূক্ষ্ম থেকে অতিসক্ষ্ম ধূলিকণা মাত্রাতিরিক্ত হাওয়ায় স্থায়ী অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই দূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কলকাতা পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য অপসারণ দপ্তর শহরের ১৬টি বরোর দীর্ঘ ২০টি প্রধান রাস্তা পরিষ্কারের জন্য ২০টি যান্ত্রিক সুইপার এবং অপ্রশস্ত লেন–বাইলেন–অলিগলির জন্য ২০টি বৈদ্যুতিক সুইপার ব্যবহার করা হবে।

পরিবেশ বর্তমান সমাজে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা নিয়ে সারা বিশ্বের মতো কলকাতা পৌরসংস্থাও বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত। পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের অধীনে গড়া বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ সেলে"র মাধ্যমে বায়ুদূষণ হ্রাস এবং বায়ুর গুণগত মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ২০১৭–১৮ সালে পিএম১০–এর ঘনত্ব ছিল ১৪৭জি/এমকিউব আর ২০২৪–২৫ সালে এটি ৯৪জি/এমকিউব–এ হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং সামগ্রিক হ্রাসের পরিমাণ ৩৬.০৫ শতাংশ। কলকাতা পৌরসংস্থা ২০১৯ সাল থেকে গত ৭ বছর ধরে কলকাতা পৌর এলাকায় বায়ুতে দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম(এনসিএপি)' প্রকল্পটির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। এনসিএপি প্রকল্পটির মাধ্যমে কলকাতা পৌরসংস্থা বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বেশ কিছু কৌশল বাস্তবায়ন করছে। যেমন নির্মাণ ও ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কলকাতাস্থিত শ্মশানগুলিতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো, বৈদ্যুতিক ও সিএজি বাস চালানো, ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য জল ছিটানোর যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মিস্ট ক্যাননের ব্যবহার বাড়ানো, কলকাতায় পুরনো যানবাহন চালানো বন্ধ করা এবং বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করা।

কলকাতা পৌরসংস্থা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস তো আছেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর নীল আকাশের জন্য আন্তর্জাতিক পরিশুদ্ধ বায়ু দিবস পালিত হচ্ছে। পরিবেশে কার্বনের বিভিন্ন যৌগের কুফল সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করছে। এটা বছরব্যাপী অব্যাহত ভাবে চলবে।

পিপিপি মডেলে বিজ্ঞাপনের স্বত্ব

বরুণ মণ্ডল : মধ্য কলকাতার পার্কস্ট্রিট এবং সংলগ্ন চত্বরে বিজ্ঞাপনের একচেটিয়া স্বত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করেছে। সম্প্রতি ওই তিন নির্দিষ্ট এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থাকে বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব পেশ হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ওয়ার্ক ওর্ডারের কাজ চলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার এক পৌর আধিকারিক জানাচ্ছে, টেন্ডারে স্থির হয়েছে ওই তিন এলাকা থেকে প্রতিবছর ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা আয় করবে। গত বছর ওই তিন এলাকা থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ বছরে আয় হয়েছিল দেড় থেকে দু"কোটি টাকা।

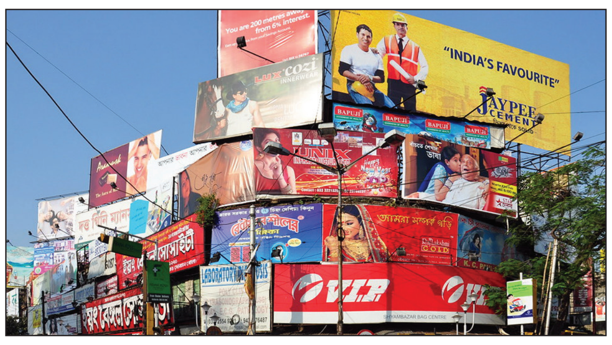

পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, মধ্য কলকাতার পার্কস্ট্রিট, জওহরলাল নেহরু রোড থেকে মল্লিক বাজার মোড়, ক্যামাক স্ট্রিট এবং শেক্সপিয়র সরণি(থিয়েটার রোড) সংলগ্ন এলাকায় এক বেসরকারি সংস্থাকে এই বিজ্ঞাপনের অধিকার দেওয়া হচ্ছে। পুরো প্রকল্পটি সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) মডেলে করা হচ্ছে। গত বছর ১১ ডিসেম্বর ই–নিলামের মাধ্যমে সর্বাধিক করদাতা একটি সংস্থাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নিলাম প্রক্রিয়া ঘিরে গত কয়েক মাসে দফায় দফায় উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। সমগ্র প্রকল্পের রূপায়ণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বেসরকারি সংস্থার হাতে থাকলেও এর তদারকি করবে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর। এর ফলে পার্কস্ট্রিট চত্বরের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই পৌর–কোষাগারে এককালীন বড়ো অঙ্কের অর্থ জমা পড়বে বলে আশা বিশেষজ্ঞ মহলের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্কস্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট এবং শেক্সপিয়ার সরণি(থিয়েটার রোড) এই তিন রোডকে ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত হোর্ডিং মুক্ত অঞ্চল এবং অস্থায়ী হোর্ডিং মুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার সম্প্রতি পৌর বাজেট পর্যালোচনায় বলেন, কলকাতায় বেআইনি বিজ্ঞাপনে ভরে গেলে তো পৌর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে না। আইনী হলেই তো পৌর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। গত অর্থবর্ষে বিজ্ঞাপন দপ্তর মোট রাজস্ব সংগ্রহ করে ৩১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। আর চলতি অর্থবর্ষের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞাপন দপ্তর ৩৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরের নতুন বিজ্ঞাপন নীতি : ২০২২ রাজ্য সরকারের থেকে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কলকাতা পৌর এলাকা থেকে বিজ্ঞাপন কাঠামোর অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও হোর্ডিং কাঠামোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। নতুন বিজ্ঞাপন নীতিতে কলকাতার পার্কস্ট্রিটে আগের ৩৪,৭৪০ বর্গ ফুট বিজ্ঞাপন স্পেশ থেকে এখন কমে ১৮ হাজার বর্গ ফুট বিজ্ঞাপন স্পেশ করা হয়েছে। আর তাতেই মোট ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ রাজস্ব এসেছে। অথচ আগে পার্কস্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট ও থিয়েটার রোড এই তিন রোড থেকে বিজ্ঞাপন দফতরে রাজস্ব আসতো ২ কোটি ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এখন রাস্তার দুই পায়ের হোর্ডিং গুলিকে মনোপোল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

টাউন হলে ডিজিটাল লাইব্রেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর আর্কাইভকে ডিজিটালাইজড করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে আনতে চায়। সেজন্য ডোরিক(রোমান) স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত ১৮০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত টাউন হলে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করা হবে। মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, টাউন হলে আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করার প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছে। এখানে ১৮ শতকের অনেক তথ্য রয়েছে। প্রায় ১২ হাজার বই আছে। এসব তথ্য ও বই ডিজিটালাইজড করার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য খড়গপুর আইআইটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বহু বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে তৈরি কমিটিও রিপোর্ট দিয়েছে। যার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের কাছে অর্থও চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ এলে পরে কাজ শুরু হবে। সেক্ষেত্রে কলকাতা মহানগরের ইতিহাস থেকে কলকাতায় বাংলার গান, কলকাতার খেলাধুলো ইতিহাস, কলকাতায় তৈরি সিনেমা জগতের ইতিহাস সাধারণ মানুষ একই ছাদের তলায় আরও সহজে জানতে পারবে। এছাড়াও প্রতিটি দপ্তর নিয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ তৈরি করা হবে।

বার্তা

শপথ গ্রহণ : পশ্চিমবঙ্গের নব নিযুক্ত রাজ্যপাল আর এন রবির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ বাক্য পাঠ করালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় পাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক প্রদানরা। বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও স্বাগত জানান নব নিযুক্ত মহামহীম রাজ্যপালকে। **ছবি : নিজস্ব**

Inter District Youth Exchange Programme
Mera Yuva Bharat - Kolkata North
Ministry of Youth Affairs and Sports
Government of India

হেরিটেজ ওয়াক : ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিংয়ের যুবযুবারা উপস্থিত হয়েছিল কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করতে। মেরা যুব ভারত উত্তর কলকাতা এই আদান–প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের তত্বাবধানে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বর সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ফর ইন্ডিয়ান আর্টস ঘুরে দেখেন তারা। এছাড়াও কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় হেরিটেজ ওয়াকের মাধ্যমে বইপাড়ার এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলির সাথে পরিচয় করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্দেশক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দীপক কুমার বড় পণ্ডা সহ অন্যান্যরা। **ছবি : নিজস্ব**

চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে কেএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে কলকাতায় একটি পৃথক ব্যবস্থাপনা তৈরি করছে। রাজ্যে ৩০ হাজার শয্যাবিশিষ্ট সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ২ হাজার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ মোট ৩২ হাজার চিকিৎসা ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাধারণ জৈব– চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুবিধা প্রতিষ্ঠার জন্য ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট(ডিপিআর) প্রস্তুতকরণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ এবং জন শুনানি পরিচালনার জন্য পরামর্শদাতাদের পক্ষে কার্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি আইনগত নিয়ম মেনে জৈব–চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তিশালী করবে। একজন পরামর্শদাতা নির্বাচনের জন্য একটি ই–টেন্ডার জারি করেছে। এই প্রকল্পের জন্য যে পরিমাণ বড়ো জমির প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষমেশ ধাপায় ৭৩ হেক্টর জমি চাষীদের থেকে কিনেছে। পুরো প্রকল্পটি তৈরি করবে, কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর। ইতিমধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্প জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে রাজ্যের একাধিক বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। এই প্রকল্পের সঙ্গে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে কাউন্সিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবিষ্যতে পড়ুয়ারা সাহিত্য, ইতিহাস বা ভূগোল এই বিষয়গুলি নিয়ে কোন্ পথে কর্মজীবন তৈরি করতে পারে, সে বিষয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং করবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২ মার্চ সংসদের নবনিযুক্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বলেন, বিজ্ঞান পড়ুয়াদের মতো করে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে কেরিয়ার গড়ার গাইড লাইন দিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে কী কী কেরিয়ার তৈরি করা যেতে, তার দিশা দেখাতে খুব শীঘ্রই কাউন্সিলিং শুরু হবে।

কলকাতায় নদী ভাঙন রোধে সুন্দরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় হুগলি নদীর স্রোতের অনবরত আঘাতে পাড়ের ভাঙন রোধে নদীর পাড়ে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ সুন্দরী গাছ লাগানো হল। কলকাতার নদী বিশেষজ্ঞদের একাংশ এ বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থাকে একাধিক বার চিঠি লিখেছে। তাতে নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে সতর্ক করেছে ও ভাঙন রোধে কী করা যেতে পারে সে প্রস্তাবও জানিয়েছে ওই চিঠিতে। কলকাতা উত্তরে কাশীপুরে হুগলি নদীর পাড়ের ভাঙন নিয়ে একাধিকবার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে জানিয়েছেন। কারণ হুগলি নদীর কলকাতার দিকের অংশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট ট্রাস্ট। হুগলি নদীর পাড়ের মাটি রোধ ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য এবং হুগলি নদীর তীরের সৌন্দর্যবর্ধনে কলকাতা পৌরসংস্থা উদ্যান ও বাগিচা দপ্তর কলকাতা পশ্চিমের প্রিন্সেপ ঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পর্যন্ত ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের মধ্যে সুন্দরী, বাইন, কেওড়া বা ক্যাওড়া মতো মোট ২,৩০০টি গাছের চারা রোপণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এবং হুগলি নদীর কলকাতা দিকের পাড়ে বিশেষ জাতের 'ভেটিভার ঘাসে'র বনায়ন তৈরির জন্য সাড়ে ৭০০টি ভেটিভার ঘাসে'র চারা রোপণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাড়ের ওই অংশের ভাঙন রোধে গঙ্গাবর্ধন প্রজাতির সাড়ে ৩০০ টি নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে। আগামীদিনে আরও নারকেল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

সায়েন্স সিটিতে ফুলডোম থ্রিডি চলচ্চিত্র

বুদ্ধদেব মিশ্র : 'ওয়ান স্টেপ বিয়ন্ড : এ জার্নি টু মার্স'–এর উদ্বোধন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির উদ্বোধন করেন নাসার জেট প্রলপশন ল্যাবরোটারির সিনিয়র বিজ্ঞানী এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ভিজিটিং প্রফেসর ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের মহাপরিচালক এ. ডি. চৌধুরি, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল কে. এস. মুরালি, এবং সায়েন্স সিটির পরিচালক প্রমোদ গ্রুভার। চলচ্চিত্রটি মানবজাতির প্রথম চাঁদে পদচারণার ইতিহাস থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে মানুষের যাত্রার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা তুলে ধরে। এতে রকেট উৎক্ষেপণের রোমাঞ্চ, মহাকাশে কাজ ও বসবাসের চ্যালেঞ্জ এবং নাসার আর্টিমিস প্রগ্রামের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। সায়েন্স সিটির ফুলডোম থ্রিডি থিয়েটারে ৬টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রায় ৩০ মিলিয়ন পিক্সেল রেজোলিউশনে ছবি প্রদর্শন করা হয়। ২৩ মিটার ব্যাসের বিশেষ ডোমে প্রদর্শিত এই প্রযুক্তি দর্শকদের জন্য এক অসাধারণ নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা তৈরি করে। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে ভাবতে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী ভবন রয়েছে। পৌর ঐতিহ্য দপ্তর ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটির বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত ভবনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে পুনরুদ্ধার, রেট্রোফিটিং এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারী দপ্তরগুলিকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে। ঐতিহ্য দপ্তরের কার্যকলাপ শুধু ঐতিহ্যবাহী কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দপ্তর বিশাল ঐতিহ্যগত মূল্য সম্পন্ন শহরের প্রাচীনতম অঞ্চল গুলির অন্যতম ডালহৌসি স্কোয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া ঐতিহ্য দপ্তর কলকাতা মহানগরের সমস্ত গ্রেড–১ ঐতিহ্য ভবনগুলিতে নীল ফলক লাগানোর কাজ সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত ভবনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্থাপত্যের বিবরণ কিউআর কোডের মাধ্যমে কলকাতা পৌরবাসীদের এবং অন্যান্যদের অবগত করার লক্ষ্যে কলকাতা পৌরসংস্থা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৌর ঐতিহ্য দপ্তর কলকাতা মহানগরের কমবেশি ৩০৫টি গ্রেড মুলতুবি রাখা ভবনকে গ্রেড দেওয়ার জন্য সমীক্ষার কাজকে শুরু করেছে।

প্রশিক্ষণ : জননায়ক হেমন্ত বসু বাজার কল্যাণ সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নিনির্বাপন এবং জরুরি পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে কোনও দুর্ঘটনায় আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কীভাবে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা হাতেকলমে শেখায় ঠাকুরপুকুর ফায়ার ব্রিগেড। সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরি জানান, এই শিবির ব্যবসায়ীদের অনেকটাই সাহায্য করবে দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে। **ছবি : অরুণ লোধ**

বাঁকুড়া
BANKURA
MSL-84 MTR

খেলার ছলে : বাঁকুড়ার কেন্দুয়াডিহি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল সেজে উঠেছে ট্রেনের কামরার আদলে। কামরা ক্লাস থেকে উঁকি মারছে খুঁদেরা। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও লিঙ্গ সমতাঃ ধারণা ও বাস্তবতা

ডঃ কেশব চন্দ্র মণ্ডল

বর্তমানে ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই ৮ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহাধুমধামের সাথে পালিত হয়। এ বছরটা ১১৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। ২০২৬ সালে বিশ্ব নারী দিবসের প্রচার অভিযানের মূল ভাবনা হল #Give To Gain অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষদের সমান মর্যাদা, সমকাজের জন্য সমহারে বেতন, সমান আইনি সুরক্ষা, তাদের প্রজনন অধিকার ও কাজের অধিকার নিশ্চিতকরণ, সমস্ত রকম হিংসা ও অত্যাচার বন্ধ করা, সমান শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা ও সর্বত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমান সুযোগ প্রদান করা। নারী দিবস উদযাপনের শুরুতে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেটকিন ও আলেকজান্দ্রা কোল্লাণতাই এবং আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টীর থেরেসা মিলকিয়েল– সহ আরো অনেকে নারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও উৎপীড়ণ এবং মহিলাদের ভোটারাধিকারের দাবীতে লড়াই শুরু করেছিলেন। ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে মিটিং মিছিল করেন। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের ঢেউ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বস্ত্র কারখানার মহিলারা ব্রেড অ্যান্ড পিস অর্থাৎ রুটি ও শান্তির দাবিতে রাস্তায় নামে। উক্ত বছর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়াতে নারী দিবস পালিত হতে থাকে। এরপর একে একে চেকোস্লোভিয়া, চীন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়। আন্দোলনের ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলাদের জন্য সমানাধিকার, কাজের অধিকার ও ভোটাধিকার ঘোষিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে স্বীকৃতি দান করে এবং ৮ মার্চ দিনটিকে মহিলাদের অধিকার ও বিশ্ব শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক বিশ্ব নারী দিবস পালনের ১১৫ তম বর্ষে মহিলাদের বাস্তব অবস্থানটা ঠিক কি রকম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য দেশ ২০১৫ সালে অঙ্গীকার করে যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জন ও সকল মহিলা ও কন্যাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। বাকি বেশ কিছু লক্ষ্য যেমন ধরুন দারিদ্র দূরীকরণ করা (লক্ষ্য ১); ক্ষুধার সমাপ্তি ঘটানো, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং উন্নততর পুষ্টি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন করা (লক্ষ্য ২); সমস্ত জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও তাদের উন্নয়ন সাধন করা (লক্ষ্য ৩); সকলের জন্য ব্যাপক, সমান ও উচ্চ মান সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করা (লক্ষ্য ৪) ইত্যাদি। এই সমস্ত লক্ষ্যের সবগুলি কোন না কোন ভাবে মহিলাদের জীবনকে স্পর্শ করে। কিন্তু এত ব্যাপক ও ভালো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ হয়েছে গত ১১ বছরে (২০১৫–২০২৯) তা একবার অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

মহিলাদের বর্তমান অবস্থান খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে গত বছর প্রকাশিত দ্য জেন্ডার স্ন্যাপসট ২০২৫–এর প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের মধ্যে চরম দারিদ্র রয়েছে, ৯.২ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ মহিলা চরম দারিদ্র্যের শিকার; ৬৪ মিলিয়ন মহিলা ও কন্যা (১৫–৪২ বছর বয়সী) অপুষ্টিতে ভুগছে; ৩১ শতাংশ মহিলা ও বালিকারা রক্তাল্পতায় আক্রান্ত; মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ৩৯.৩ শতাংশ; কন্যা শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে পড়াশুনা করছে বটে; কিন্তু মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট কম হয়ে যায় এক কথায় লিঙ্গ সমতা পৃথিবীর খুব কম দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশ ও স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশগুলির ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বৈকি; কিন্তু সেটাকে সাধারণীকরণ করা চলে না, মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা বিশ্বব্যাপী সমস্যা, প্রতি ৮ জনে ১ জন মহিলা গত এক বছরে হয় পরিচিত বা পূর্ব পরিচিতের দ্বারা শারীরিক ও যৌন হিংসার শিকার। প্রতি বছর ৪ মিলিয়ন বালিকাদের যৌনাঙ্গের ছেদন করা হয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পুরুষদের তুলনায় মহিলারা দিনে কমপক্ষে আড়াই গুণ বেশি সময় ধরে ঘর– গৃহস্থলীর কাজ করে। যদিও মহিলারা এ বিশ্বের অর্ধেক জনগণ; তবুও মাত্র ২৭.২ শতাংশ মহিলা গড়ে নিজ দেশের পার্লামেন্টের সদস্য। আমাদের দেশে এই সংখ্যা বিশ্বের মহিলাদের গড়ে অর্ধেকেরও কম। শুধু তাই নয়, মাত্র ৩০ শতাংশ মহিলা ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা হল ৬৭৬ মিলিয়ন মহিলা মারাত্মক মারাত্মক যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিপদ সংকল্প পরিস্থিতির ৫০ কিলোমিটার এর মধ্যে বসবাস করে। বর্তমানে পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায়, আমেরিকা–ইজরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ক্ষুধা, বাসস্থান চুতি ও যৌন হিংসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর উপরে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, যার ফলে বিশেষ করে মহিলারাই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলা ও কন্যারা অত্যন্ত সমস্যা সংকুল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছে। তবে, বিপরীত দিকে, বহু সংখ্যক মহিলা ও বালিকারা ব্যতিক্রমী ও উন্নত জীবন যাপন করছেন। অবশ্য সার্বিকভাবে মহিলাদের অবস্থান পশ্চাৎপদ। এই পিছিয়ে থাকা বা পিছিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। যেমন ধরুন অশিক্ষা, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া ও মা হওয়া ও দারিদ্র্য। ফলে বাড়ির পুরুষ সদস্যদের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীলতা মহিলাদের বেড়ে যায়। এই বিষয়টি মহিলাদের ঘর–গৃহস্থালি বা কেনাকাটায় বা বেড়াতে যাওয়া, বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা এবং রাজনৈতিক মতামত প্রদানের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তারা উন্নতমানের চাকুরী বা পেশায় যোগদান করতে পারে না। আবার কর্মদক্ষতা, কম্পিউটার শিক্ষা, গণনা, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ ও পুঁজি না থাকার ফলে নিজস্ব ব্যবসা–বাণিজ্য করেও স্বাবলম্বী হতে পারেনা, তার ওপর বর্তমানে বিভিন্ন সরকার দ্বারা চালু হয়েছে ভাতা ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে যুবক–যুবতী ও মায়েদের মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলার এক অদ্ভুত কৌশল চালু হয়েছে। সুতরাং এখন চাই মহিলাদের ভাতাজীবী না হয়ে বিদ্যা অর্জন করে বুদ্ধিজীবী ও দক্ষতা অর্জন করে দক্ষ বা কুশল কর্মীতে পরিণত হওয়া। এর সাথে মহিলাদের পরিশ্রমী হওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। সেলফ ডিফেন্স ট্রেনিং ও বাণিজ্যিক শিক্ষা আগামী দিনে মহিলাদের শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করবে। আর তখনই কেবলমাত্র নারী সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত হবে।

দাঁইহাট তরুণ সংঘের ৩০ তম নাট্য উৎসব

দেবাশিস রায় : ৭ ও ৮ মার্চ ৩০ তম বর্ষে দাঁইহাট তরুণ সংঘের নাট্য উৎসব আয়োজিত হয়েছিল দাঁইহাট টাউন হলে। এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন জেলার মোট ৬ টি প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির আকর্ষণে হলমুখী হয়েছিলেন অসংখ্য নাট্যমোদী। উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় টি–২০ ক্রিকেটে ভারত–নিউজিল্যান্ডের হট ফাইনাল ম্যাচের দিনেও অসংখ্য মানুষ নাটক দেখতে শামিল হয়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের কথায়, টেকস্যাভির যুগে নাটক–থিয়েটার–যাত্রাপালা বেশ খানিকটা কোণঠাসা। কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির চিরন্তন এই ঐতিহ্যের কদর যে আজও অব্যাহত তা এধরনের নাট্য উৎসবগুলিই প্রমাণ করে দেয়। একসময় দাঁইহাট শহরের আনাচকানাচে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য নাট্য সংস্থা সহ সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র। যার অন্যতম 'দাঁইহাট তরুণ সংঘ'। তরুণ সংঘ প্রাঙ্গণে নির্মিত বিশালাকার মঞ্চটি এখনও অতীতের সাক্ষী বহন করে চলেছে। নাটক, থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা প্রভৃতি সমাজে মানুষের শুধু মনোরঞ্জনের খোরাকই জোগায় না এসব লোকশিক্ষার অন্যতম দর্পণও। কিন্তু, কালের করাল গ্রাসের মুখে পড়ে বর্তমানে সর্বত্র এসবই কোণঠাসা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাঁইহাটের পুর চেয়ারম্যান সমর সাহা, রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং প্রবীণ অভিনেতা গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তরুণ সংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, অমিত মিশ্র, পলাশ দে প্রমুখের কথায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকলে আগামীতেও এধরনের নাট্য উৎসবের আয়োজন করা সম্ভব হবে। এদিন এলাকার তিনজন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্বকে সংঘের পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। দু'দিনের নাট্য উৎসবে যোগ দিয়েছিল কলকাতার 'শ্যামবাজার নাট্যচর্চা', বরানগরের 'থিয়েটার প্রসেনিয়াম', আড়িয়াদহের 'কুশিলব', বর্ধমানের 'স্বপ্ন অঙ্গন', হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার 'ইউনিট থিয়েটার' এবং চন্দননগরের 'সৃজন'। প্রতিটি নাটকেই বাস্তব পরিস্থিতির নানাদিকের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক সমস্যার প্রতিফলন। তবে, থিয়েটার প্রসেনিয়াম–এর 'রঙ মাখা মুখ', কুশিলব–এর 'একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা', শ্যামবাজার নাট্যচর্চা–এর 'দায়ভার' কাহিনি বিন্যাসে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

পশ্চিম পুটিয়ারীতে মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি এক প্রভাতী অনুষ্ঠানে তারুণ্য পত্রিকা তথা তরুণ দলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতিবছরের মত এবারও ক্লাব–প্রাঙ্গণের উন্মুক্ত পরিবেশে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রতীকী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন উপস্থিত সকল সুধীজন। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক শংকর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়)–এর স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালিত হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হল সমবেতভাবে। বাংলাদেশ (তথা পূর্বতম পূর্ব পাকিস্তান)–এর ভাষা শহীদদের কথা উঠে এলো ডঃ অজয় মিশ্র–র আলোচনায়। বাঙালির মাতৃভাষা–সংগ্রামের নানা টুকরো কথা উঠে এলো অলক ব্যানার্জীর উপস্থাপনায়। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংকট ও বর্তমান গতির পর্যালোচনা করলেন প্রাক্তন শিক্ষাবিদ বাবুরাম কর্মকার, তরুণ দলের সম্পাদক শেখর দত্ত, ঝুমা ঘটক ও তারুণ্য–সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। মাতৃভাষাকে কবিতায় শ্রদ্ধা জানালেন কানাইলাল সাহু, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, পার্থ সারথি সরকার, রীতা ঘোষাল, দেবযানী চক্রবর্তী, রাসমোহন দাস, অরিশা চক্রবর্তী, মুক্তা চক্রবর্তী, শেফালী সরকার, শিবাণী দত্ত, কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস ও গুণেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী। বাংলা ভাষা বন্দনার কয়েকটি বিরল গান পরিবেশন করলেন বিজয় দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করলেন মুক্তা চক্রবর্তী।

আমরি বাংলা ভাষা
পশ্চিম পুটিয়ারী
তরুণ দলের ভাষা
দিবস পালন

বিশ্বভারতীতে পালিত হল গান্ধীপূর্ণ্যাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ মার্চ শান্তিনিকেতনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল গান্ধীপূর্ণ্যাহ। এদিন আশ্রম প্রাঙ্গণে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ও শান্ত পরিবেশে দিনটির সূচনা হয়। প্রার্থনা, সমবেত সংগীত ও স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। আশ্রমের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, আশ্রমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনা সংগীত, মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা মহাত্মা গান্ধীর সত্য, অহিংসা ও মানবতার দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে, গান্ধীজির চিন্তাধারা শুধু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, বর্তমান সমাজজীবনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দেখানো পথ আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা।

শান্তিনিকেতনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য মেনে অত্যন্ত সাদামাটা কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে এই দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে গান্ধীজির আদর্শ, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। নতুন প্রজন্মকে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করানোর লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়ে থাকে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান, গান্ধীপূর্ণ্যাহ কেবল একটি স্মরণ দিবস নয়, বরং এটি নতুন প্রজন্মের কাছে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও মানবতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিনিকেতন চত্বরে প্রতি মাসেই পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হয়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা একসঙ্গে এই উদ্যোগে অংশ নেন এবং সমগ্র আশ্রম চত্বরকে পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে কাজ করেন।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, তেমনই গান্ধীজির স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার আদর্শও নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়। সেই ভাবনাকেই সামনে রেখে শান্তিনিকেতনে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় গান্ধীপূর্ণ্যাহ পালন করা হয়ে থাকে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন এক রঙিন সন্ধ্যার প্রস্ফুটিত যদুভট্ট মঞ্চকে দেখা, একদিকে মঞ্চের চারিপাশে কবি সুকান্তের বিভিন্ন ছবিতে সাজানো চারদিক, একদিকে বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, অন্যদিকে আমাদের, ক্ষুদ্র অঙ্কুরিত বীজ, যারা একদিন বনস্পতি হয়ে উঠবে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করল, বিষ্ণুপুর বাচিক আবৃত্তি প্রশিক্ষণ ও চর্চা কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর এসডিপিও মৈনাক ব্যানার্জি, বিষ্ণুপুর আইসি রানা ভগত, বিষ্ণুপুর বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, বিষ্ণুপুর পৌরপ্রধান গৌতম গোস্বামী, উপপৌর প্রধান মহাবীর আগারওয়াল, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র, আবৃত্তিকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অমল কান্তি ঘোষ , শরবদিন্দু কর, পন্ডিত জগন্নাথ দাশগুপ্ত, শিক্ষাবিদ হরিপ্রসন্ন মিশ্র, মহান চিত্রকর মুরুলি কর্মকার, বিশেষ নাট্য ব্যক্তিত্ব দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। সমস্ত অতিথিবৃন্দ একসাথে মিলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র। বাচিকে'র অধ্যক্ষ অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় জানান, 'কবি সুকান্তের জন্ম শতবর্ষে বাচিকে'র ছাত্রছাত্রীরা কবির একাধিক কবিতা সমবেত ভাবে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবির প্রতি তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলো। এই সন্ধ্যায় যেন কবি সুকান্তের কবিতার ঝড় বইছে।'

কবি সুকান্তের কবিতার প্রাসঙ্গিকতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন কবি প্রাবন্ধিক শিক্ষক সুব্রত পন্ডিত মহাশয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও সমবেত ভাবে কবির বিখ্যাত বোধন কবিতাটিও পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শিক্ষক প্রয়াত নির্মাল্য সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দুর্গা দাশ মুখোপাধ্যায় ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়।

নামখানায় সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পয়লা মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির কাকদ্বীপ, নামখানা ও সাগর শাখা আয়োজিত আঞ্চলিক সাহিত্য সম্মেলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল নামখানার গণেশনগর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাগৃহে। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় 'অনন্যা শুক্তি' সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার মণ্ডল। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তথা নবরূপা জোনাকির সম্পাদক ও অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্ঠা চিত্তরঞ্জন দাস, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অশোক কুমার পাত্র, গণেশনগর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি এবং অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্টা শ্যামসুন্দর জানা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্ত মণ্ডল, রবীন কুমার দাস, জন্মেঞ্জয় সামন্ত, বিজয়কৃষ্ণ বেরা প্রমুখ ব্যক্তিরা। বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন কবি সৌমিত বসু, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্যরা। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নিলেন প্রায় অর্দ্ধশতাধিক কবি–সাহিত্যিক শান্তনু প্রধান, সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়ুয়া, সুমন দিণ্ডা, স্বপন কুমার দাস, মালতী প্রামাণিক, বিধান চন্দ্র হালদার, আশিস কুমার ভুঁইয়া প্রমুখ।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিখিল চন্দ্র গুড়িয়া। স্বাগত ভাষণ রাখেন অনন্যা শুক্তির অন্যতম উপদেষ্টা বিজয় কৃষ্ণ বেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন শ্যামসুন্দর জানা। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও প্রকাশিত হয় শ্যামসুন্দর জানার তিনটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসের সংকলন 'ত্রয়ী' ও নিখিল চন্দ্র গুড়িয়ার গল্প সংকলন 'মনতরঙ্গ'। পরিশেষে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক তথা অনন্যা শুক্তির সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা ও চিত্তরঞ্জন দাস।

আলোচনায় গোর্খা ইতিহাস

উজ্জ্বল সরদার : কলকাতার 'ইন্সটিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ'–এর আলোচনা কক্ষে 'অধ্যাপক এইচ কে বরপুজারি স্মারক বক্তৃতা ২০২৫–২০২৬' অনুষ্ঠানে এবারের প্রধান বক্তা ছিলেন দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তেজীমালা গুরুং নাগ। এদিনের আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গবেষণা কেন্দ্রের মহানির্দেশক অধ্যাপক উজ্জ্বল রায়। এদিনের আলোচনা সভার প্রধান বিষয় ছিল 'গোর্খা, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও রাজনীতি চর্চা'। এই বিষয়ে অধ্যাপিকা তেজীমালা গুরুং নাগ বিস্তারিত আলোচনা করেন সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে। অধ্যাপক হেমন্ত কুমার বরপুজারি, ষাটের দশকের সময়কালে উত্তর পূর্ব ভারতের ইতিহাস চর্চায় উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁকে শ্রদ্ধ্যা অর্পণ করেই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন। এই আলোচনায় উঠে এসেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোর্খা জনজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদানের কথা। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের বৈশিষ্টে যে অনন্য তা অবশ্যই স্বীকার্য। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে সচেষ্ট। ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিতে তাদের অবদান যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনায় স্পষ্ট তুলে ধরেন প্রধান বক্তা। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের যোগদান ও বলিদানে তাঁরা যে সাহসিকতার পরিচয় রেখেছেন তা খুব কম অন্যান্য ভারতীয় জনজাতির ইতিহাস চর্চায় খুঁজে পাওয়া যায়। মূল ধারার ইতিহাস চর্চায় তাদের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত না হলেও, সেসব আলোচনার যথেষ্ট উপাদান আজও যে বেঁচে আছে তা জানা যায় এই আলোচনায়। আবার হিমালয় অঞ্চল জুড়েই গোর্খা জনজাতির পরিবেশ সংরক্ষণে যে বিশেষ অবদান তাও পৃথকভাবে চর্চার বিষয় হতেই পারে। তাদের ভাষাগত সংস্কৃতির কথা ও উঠে আসে এই আলোচনা সভায়। প্রধান বক্তার আলোচনার পর, সভাপতি অধ্যাপক মহুয়া সরকারের আলোচনা, শ্রোতাদের যোগদান সব মিলিয়ে এক অন্য ধরণের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শহরের বুকে।

দুপুর ২ টোয় বইয়ের জন্য হাঁটা কর্মসূচির পরে গোসাবার ছোট মোল্লাখালি দ্বীপে মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে হাজারিলাল মণ্ডল মঞ্চে উদ্বোধন হল সুন্দরবন বইমেলা ২০২৬ ও আর্ট হেরিটেজ উৎসব। উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজের সহ অধ্যক্ষ স্বামী বেদানুরাগানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্রজিৎকুমার পালিত ও ছোট মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অষ্টমী মিস্ত্রি। ১৮ মার্চ পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে। থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এবারের ভাবনা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় জারি থাকবে লড়াই, শপথ নিল দুর্বারের মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক যৌনকর্মী অধিকার দিবস পালিত হয় ৩ মার্চ আর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দুই মহান দিবসের সন্ধিক্ষণে গত ৭ মার্চ সোনাগাছি শীতলা মন্দিরের সামনে (দূর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট) এক যৌথ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি। মঞ্চে উপস্থিত কমিটির সচিব বিশাখা লস্কর দুর্বারের গত ৩০ বছরের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য, তাদের সন্তানদের পড়াশুনা, নাচ–গান, খেলাধুলা, যৌনকর্মীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার লড়াই এবং যৌনপেশায় পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি নিয়মিত কাজ করে চলেছে। যৌনকর্মীদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে আমরা ৩ মার্চ দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক যৌনকর্মী অধিকার দিবস' হিসাবে উদযাপন করে চলেছি। অন্যদিকে, ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস' বিশ্বজুড়ে নারীর সমানাধিকার ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক। যৌনকর্মীরা এখনও শ্রমিকের স্বীকৃতি পাননি, তাঁদের অধিকার আজও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও আমরা শুধুমাত্র নিজেদের অধিকারের প্রশ্নেই নয়, সমাজের সকল নারীর প্রতি সংঘটিত অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধেও সমানভাবে সোচ্চার।

এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল ড. অপর্ণা দে যৌনকর্মী বোনেদের হার না মেনে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। টিইউসিসির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেন। আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক তথা দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ দুর্বারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যে লড়াই শুরু করেছেন তা হারবার লড়াই নয়। এ লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা। আরও বক্তব্য রাখেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রতিনিধি দেবরাজ মিত্র, ইতালির পেরুগিয়ে ইউনিভার্সিটির গবেষিকা জ্বলান্দা রোমিও, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ডঃ পার্থ দে প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুর্বারের দীর্ঘ দিনের কাছের মানুষ গবেষক লেখক পলাশ পান। যৌনকর্মীদের জীবনের নানা কাহিনী নিয়ে তাঁর লেখা বই 'লাল দ্বীপের বাসিন্দা'–র উদ্বোধন হল এই মঞ্চে সচিব বিশাখা লস্কর ও অন্যান্য অতিথিদের হাতে। পলাশ বইটির বিষয়বস্তু সহ স্বাধীনতা সংগ্রামে যৌনকর্মীদের উজ্জ্বল ইতিহাসের নানা দিকে আলোকপাত করেন। শেষে মঞ্চের সামনে মশালের আগুনকে সাক্ষী রেখে যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার শপথ গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
পরিচালনায় :
দুর্বার মহিলা
কমিটি

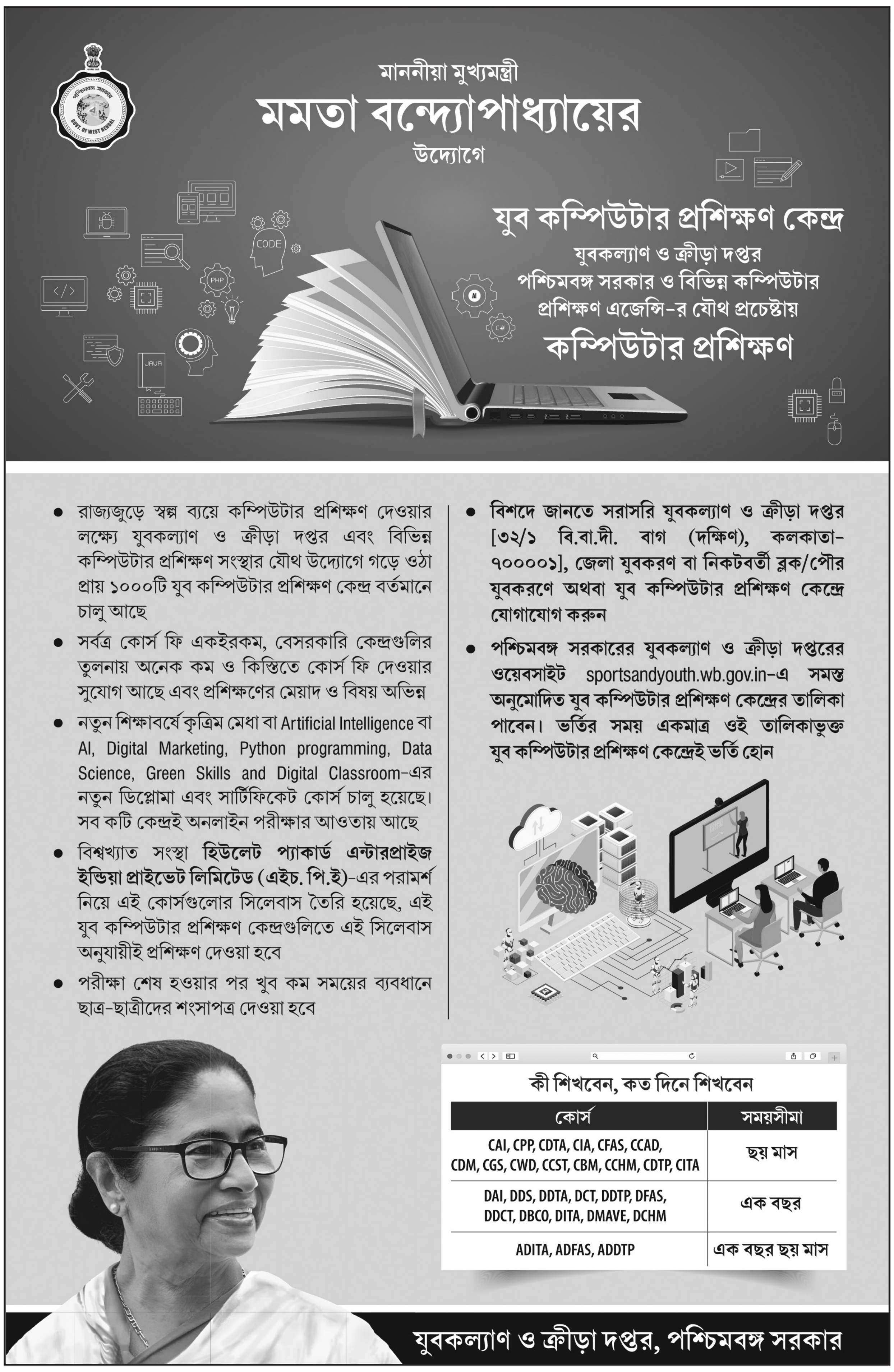
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এজেন্সি-র যৌথ প্রচেষ্টায়
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

- রাজ্যজুড়ে স্বল্প ব্যয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রায় ১০০০টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে চালু আছে
- সর্বত্র কোর্স ফি একইরকম, বেসরকারি কেন্দ্রগুলির তুলনায় অনেক কম ও কিস্তিতে কোর্স ফি দেওয়ার সুযোগ আছে এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও বিষয় অভিন্ন
- নতুন শিক্ষাবর্ষে কৃত্রিম মেধা বা Artificial Intelligence বা AI, Digital Marketing, Python programming, Data Science, Green Skills and Digital Classroom–এর নতুন ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। সব কটি কেন্দ্রেই অনলাইন পরীক্ষার আওতায় আছে
- বিশ্বখ্যাত সংস্থা **হিউলেট প্যাকার্ড এন্টারপ্রাইজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এইচ. পি.ই)**–এর পরামর্শ নিয়ে এই কোর্সগুলোর সিলেবাস তৈরি হয়েছে, এই যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এই সিলেবাস অনুযায়ীই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
- পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খুব কম সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হবে
- **বিশদে জানতে সরাসরি যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর [৩২/১ বি.বা.দী. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০০১], জেলা যুবকরণ বা নিকটবর্তী ব্লক/পৌর যুবকরণে অথবা যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন**
- **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ওয়েবসাইট** sportsandyouth.wb.gov.in–এ **সমস্ত অনুমোদিত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা পাবেন। ভর্তির সময় একমাত্র ওই তালিকাভুক্ত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ভর্তি হোন**

কী শিখবেন, কত দিনে শিখবেন

কোর্স	সময়সীমা
CAI, CPP, CDTA, CIA, CFAS, CCAD, CDM, CGS, CWD, CCST, CBM, CCHM, CDTP, CITA	ছয় মাস
DAI, DDS, DDTA, DCT, DDTP, DFAS, DDCT, DBCO, DITA, DMAVE, DCHM	এক বছর
ADITA, ADFAS, ADDTP	এক বছর ছয় মাস

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আতশ কাচে

বোর্ডের সংবর্ধনা

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই সদ্য সমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের পাশাপাশি আরো ৪ আইসিসি ট্রফি জয়ী দলকেও একযোগে সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ দিল্লিতে বোর্ডের বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

ভারতের হার

অস্ট্রেলিয়ার পারামাত্তায় মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপ ফুটবলে গ্রুপ লিগে ভারত তাদের শেষ ম্যাচে ১-৩ গোলে চিনা তাইপেই এর কাছে পরাজিত হয়েছে। ভারতের হয়ে এম কল্যাণ একমাত্র গোল করেছেন। অন্যদিকে জাপানের কাছেও ১১-০ গোলে হারে ভারত।

অর্শদীপের শাস্তি

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ভারতীয় পেসার অর্শদীপ সিংকে শাস্তি মুখে পড়তে হয়েছে। আইসিসি জানিয়েছে লেভেল ১ পর্যায়ের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তার ম্যাচ ফি'র ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি অখেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য তাঁর নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে। ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার ড্যারিল মিচেলের শরীর লক্ষ্য করে অর্শদীপ বল ছুঁড়েছিলেন। যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ট্রায়াথলন রেকর্ড

নিউজিল্যান্ডের তাওপো-তে অনুষ্ঠিত 'ফুল আয়রন ম্যান' ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতা মাত্র ১১ ঘন্টা ৫০ মিনিটে শেষ করে রেকর্ড গড়েছেন ঝাড়খণ্ড নিবাসী অনন্ত রাণা। সাঁতার, সাইক্লিং ও ম্যারাথন দৌড় এই তিনটি ক্ষেত্রেই রেকর্ড গড়েন তিনি। জামশেদপুর সংলগ্ন সোনারি অঞ্চলের ৩৩ বছর বয়সী এই বাসিন্দা নির্ধারিত ১৭ ঘণ্টার বহু আগেই তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যান। তিনি ১ ঘন্টা ২৮ মিনিটে সাঁতার, ৬ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে সাইক্লিং শেষ করেন এবং ম্যারাথন দৌড় শেষ করতে সময় নেন ৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট।

ইস্টবেঙ্গল জিতল

এআইএফএফের যুব লিগ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল নিজেদের মাঠে ৪-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং কে হারিয়ে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে জাইদ খন, সাহিল খান, ইব্রাহিম আলি খান, স্যামুয়েল হাওকিপ গোল করেছেন।

মেয়েদের হার

পার্থে মহিলাদের সিরিজের একমাত্র টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি জয় দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবন শেষ করলেন। খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর - ভারত -১৯৮ ও ১৪৯, অস্ট্রেলিয়া -৩২৩ ও বিনা উইকেটে ২৮ রান।

লক্ষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট

ভারতের লক্ষ্য সেন অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পরাজিত হয়েছেন। বার্মিংহামে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে লক্ষ্য চিনা তাইপেই এর লিন চুনয়ির কাছে ১৫-২১, ২০-২২ গেমে পরাজিত হয়েছেন। এর আগে ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য সেন। সেবার ফাইনালে ভিক্টর অ্যাকসেলসেনের কাছে ১০-২১, ১৫-২১ গেমে পরাজিত হয়েছিলেন।

বাগানের জয়

যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৫-১ গোলে ওড়িশা এফ সিকে হারিয়ে দিয়েছে। বিরতিতে মোহনবাগান ৪-১ গোলে এগিয়ে ছিল। জেমি ম্যাকলারেন হ্যাটট্রিকসহ ৪টি গোল করেন। অন্যটি করেছেন আলবার্তো রডরিগেজ। ওড়িশার পক্ষে রহিম আলি একটি গোল করেন। মোহনবাগান ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে।

সঞ্জুর উত্থান, অস্ট্রেলিয়ার বিদায়, ইতালির ক্রিকেটে আগমন

একাধিক নজির এক বিশ্বকাপে

সুমনা মণ্ডল: দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল টি-২০ বিশ্বকাপ। একপেশে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের মতো টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সদ্য শেষ হওয়া ছোট সংস্করণের ক্রিকেটের বড় এই আয়োজনের আলোচিত কিছু ঘটনা।

সঞ্জু স্যামসনের পুনরুজ্জীবন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে হার না-মানা ৯৭ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে জিতিয়ে দেন সঞ্জু স্যামসন। শুরুতে স্যামসন ওপেনার হিসেবে মূল পরিকল্পনায় না থাকলেও অভিষেক শর্মার অফ-ফর্মের কারণে সুপার-৮ পর্বে এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে দলে ফেরানো হয়। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ক্যামিও খেলার পর ইডেনে উইন্ডিজের বিপক্ষে ৫০ বলে ৯৭ রান করে নিজের জাত চেনান। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনালেও ৮৯ রানের দুটি ইনিংসে। এক সময় দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে যিনি সন্দিহান ছিলেন, সেই স্যামসনই এবার টুর্নামেন্ট সেরা।

ডাবল সুপার ওভারের রোমাঞ্চ

গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের ম্যাচে দেখা যায় টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ডাবল সুপার ওভার। আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেটে করা ১৮৭ রানের জবাবে আফগানিস্তানও অলআউট হয় ১৮৭ রানে। এরপর প্রথম সুপার ওভারেও সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় দ্বিতীয় সুপার ওভারে। স্নায়ুচাপের সেই লড়াইয়ে শেষ বলে জিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের জন্য দ্বিতীয় সুপার ওভারে আফগানিস্তানের রহমানুল্লাহ গুরবাজের দরকার ছিল ৪ বলে ৪টি ছক্কা; ৩ টি ছক্কা মারলেও শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে যান তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার অভাবনীয় বিদায়

যা ভাবা যায়নি, সেটাই হয়েছে; গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এই পতনের শুরুটা হয়েছিল জিম্বাবোয়েকে দিয়ে। দলটির বিপক্ষে ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে অলআউট। এই ধাক্কার রেশ থেকে যায় পরের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচেও। প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউডকে ছাড়া বিশ্বকাপ খেলতে আসা অস্ট্রেলিয়া হেরে যায় লঙ্কানদের কাছেও। আর আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবোয়ে ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে গেলে বিশ্বকাপে টিকে থাকার গাণিতিক সম্ভাবনাটুকু শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। শেষ ম্যাচে ওমানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্ট শেষ করলেও অধিনায়ক মিচেল মার্শ স্বীকার করে নেন, 'ড্রেসিংরুম চরম হতাশায় নিমজ্জিত'।

অ্যালেনের রেকর্ড সেঞ্চুরি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন আগ্রাসী ব্যাটিং করেন। সেটা এমনই যে ৩৩ বলেই ছুঁয়ে ফেলেন সেঞ্চুরি। টি-২০ বিশ্বকাপে এটাই দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। ভেঙে দেন ২০১৬ বিশ্বকাপে ক্রিস গেইলের ৪৭ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের কারণেই ১৭০ রানের লক্ষ্যে ৭.১ ওভার হাতে রেখেই জিতে যায় নিউজিল্যান্ড।

ইতালির ক্রিকেটে আগমন

ফুটবলের দেশ হিসেবে পরিচিত ইতালি এই প্রথমবারের মতো খেলেছে টি-২০ বিশ্বকাপ। ২০ দলের এই বিশ্বকাপে র‍্যাঙ্কিংয়ের তলানিতে থাকা দল হলেও নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চমক দেখায় তারা। এই জয়ের পর আনন্দে কাঁদতেও দেখা গেছে ইতালিয়ান খেলোয়াড়দের। তবে টুর্নামেন্টে আরও বড় চমক দেখাতে পারতো তারা। পেতে পারতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ও! কিন্তু সুযোগ পেয়েও হ্যারি ব্রুকদের দলকে গ্রুপ পর্বে হারাতে পারেনি ইতালি। তাতে কী, বিশ্বকাপ অভিষেকেই দলটির ডাকাবুকো ক্রিকেট প্রশংসা পেয়েছে সবার।

মাঠের বাইরে উত্তেজনা

টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই তৈরি হয় উত্তেজনা। মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বিসিসিআই বহিষ্কার করায় ক্ষোভের আগুনে জ্বলতে থাকা বাংলাদেশ নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে ভারতের মাটিতে টুর্নামেন্ট না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে আইসিসি বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে খেলার সুযোগ দেয়। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের না খেলার সিদ্ধান্তের সমর্থনে পাকিস্তান শুরুতে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা করে। পরে অবশ্য আইসিসির সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত বদলায় পাকিস্তান, কলম্বোয় হয় আলোচিত ভারত-পাকিস্তান লড়াই। তবে যথারীতি এবারও করমর্দন হয়নি দুই দলের খেলোয়াড়দের।

পুরস্কারে ছাপিয়ে গেল সব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বজয়ের পরেই বিসিসিআইয়ের চমক। স্বপ্নের মতো টাকার পুরস্কারের ঝনঝনানি। এবার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য বিসিসিআই সূর্যদের জন্য মোট ১৩১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যা আগের রেকর্ড ১২৫ কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ বার বিশ্বজয়ী ১৫ সদস্যের দলে থাকা প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রায় ৬ কোটি টাকা করে পাবেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে মোট প্রায় ৯০ কোটি টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে। বাকি প্রায় ৪১ কোটি টাকা যাবে কোচিং স্টাফ, সাপোর্ট স্টাফ ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ টিম ইন্ডিয়ার বিজয়ী অভিযানের পর তাদের জন্য ১৩১ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করছে।'

এমনিতেই টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ে চ্যাম্পিয়ন মূল্য হিসেবে ভারত আইসিসির থেকে পেয়েছে ২৭.৪৮ কোটি টাকা। গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে জয়ের বোনাস হিসেবে পাচ্ছে প্রায় ২৮.৬০ লাখ টাকা। তাতে আইসিসি ও বিসিসিআই সবমিলিয়ে ভারতের প্রায় পুরস্কারে মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা। এই জয়ের মাধ্যমে ভারত শুধুমাত্র খেলার ইতিহাসেই নয়, আর্থিকভাবেও পুরস্কারের ক্ষেত্রেও নতুন রেকর্ড তৈরি করল। সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল প্রথম দল হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ধরে রাখে, সেইসঙ্গে তিনবার টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস তৈরি করে। বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস দলের এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস বলেছেন, 'দেশের মাটিতে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি জয় সত্যিই গর্বের মুহূর্ত। এই দল এবং স্টাফদের অসাধারণ পারফরম্যান্স দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

২০২৪ সালে বার্বাডোজে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলে বিসিসিআই পুরস্কার ঘোষণা করেছিল ১২৫ কোটি টাকা। এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। তখন প্রতিটি ক্রিকেটারকে প্রায় ৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছিল।

INDIA
CHAMPIONS

সেরা একাদশে ভারতের দাপট

NEW ZEALAND
ENGLAND

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ। ভারত চ্যাম্পিয়ন, রানার্স নিউজিল্যান্ড। কিন্তু আইসিসির সেরা একাদশ দেখলে অবাক হতে হয়। স্বাভাবিকভাবে ভারতের ৪ ক্রিকেটার থাকায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সেরা একাদশে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কোনও ক্রিকেটারই সেখানে স্থান পায়নি। ভারতীয় দল থেকে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান এবং হার্দিক পান্ডিয়া।

সঞ্জু স্যামসন, যিনি এই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়, ব্যাটে যেন আগুন ঝরিয়েছেন। শেষ ৩ ম্যাচে তাঁর ধারাবাহিক অর্ধশতরান ভারতকে ট্রফি জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছে আরও একবার। আইসিসির সেরা একাদশে ওপেনিংয়ে স্যামসনের সঙ্গে পাকিস্তানের শাহিবজাদা ফারহান থাকলেও, ভারতের সঞ্জুর পারফরম্যান্সই দলে প্রাধান্য দিয়েছে। ৫ ইনিংসে ৩২১ রান এবং প্রায় ২০০-এর স্ট্রাইক রেট স্যামসনের অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন তিনি এ বারের বিশ্বকাপে। বল হাতে ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরাহ ছিলেন ব্যাটসম্যানদের কাছে আতঙ্কের নাম। ফাইনালে মাত্র ১৫ রানে ৪ উইকেট নেওয়া এবং পুরো টুর্নামেন্টে ১৪ উইকেট, ওভারপ্রতি মাত্র ৬.২১ রান নিশ্চিতভাবে ট্রফি জয়ের তিনিও ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারী। অলরাউন্ড খ্যাত হার্দিক পান্ডিয়া দলের ব্যাটিং ও বোলিং দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অন্যদিকে, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ঈশান কিষান ভারতীয় দলের জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে ব্যাট করেছেন যখন প্রয়োজন। কিন্তু অবাক করেছে বাকি একাদশ বাছাই করতে। যেখানে রানার্স দল নিউজিল্যান্ড থেকে কোনো ক্রিকেটার এই আইসিসি একাদশে জায়গাই পায়নি। সেমিফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ২ জন করে ক্রিকেটার রয়েছেন। এই সেরা একাদশের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, টি-২০ ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্য, বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট।

টি২০ বিশ্বকাপের সেরা একাদশ

শাহিবজাদা ফারহান, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান, এইডেন মার্করাম, হার্দিক পান্ডিয়া, উইল জ্যাকস, জেসন হোল্ডার, জসপ্রীত বুমরাহ, লুঙ্গি এনগিডি, আদিল রশিদ ও ব্লেসিং মুজারাবানি। দ্বাদশ খেলোয়াড়: শ্যাডলি ফন শালকভিক।

জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার ৪ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হানশি প্রেমজিৎ সেনের অধীনে প্রশিক্ষিত ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (কেএবি)-এর খেলোয়াড়রা দিল্লির তালকাটোরা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৫ম কেআইও জাতীয় ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ ৪ পদক জিতেছে। এরমধ্যে ২ সোনা ও ২ ব্রোঞ্জ।

হানশি প্রেমজিৎ সেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্যারাটে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। নিয়মিত প্রশিক্ষণে ক্যারাটে একের পর এক সাফল্য আনেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-২১ মহিলা কাটা বিভাগে সোনা জেতেন রূপকথা দত্ত, অনূর্ধ্ব-২১ মহিলা কুমিতে ৫০ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন সোহিনী চ্যাটার্জী, সিনিয়র পুরুষ কুমিতে ৫০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন শিবম পোদ্দার ও সিনিয়র মহিলা টিম কাটা বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন দেবাঞ্জলি কর্মকার, ঐশিকা ঘোষ এবং স্নেহা মণ্ডল। চ্যাম্পিয়নশিপের পর, ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি হানশি প্রেমজিৎ সেন বলেন 'খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আন্তরিকতা এবং শৃঙ্খলার সাথে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাদের পারফরম্যান্স দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটায়। জাতীয় পর্যায়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা উৎসাহজনক এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় তারা একই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবে।'

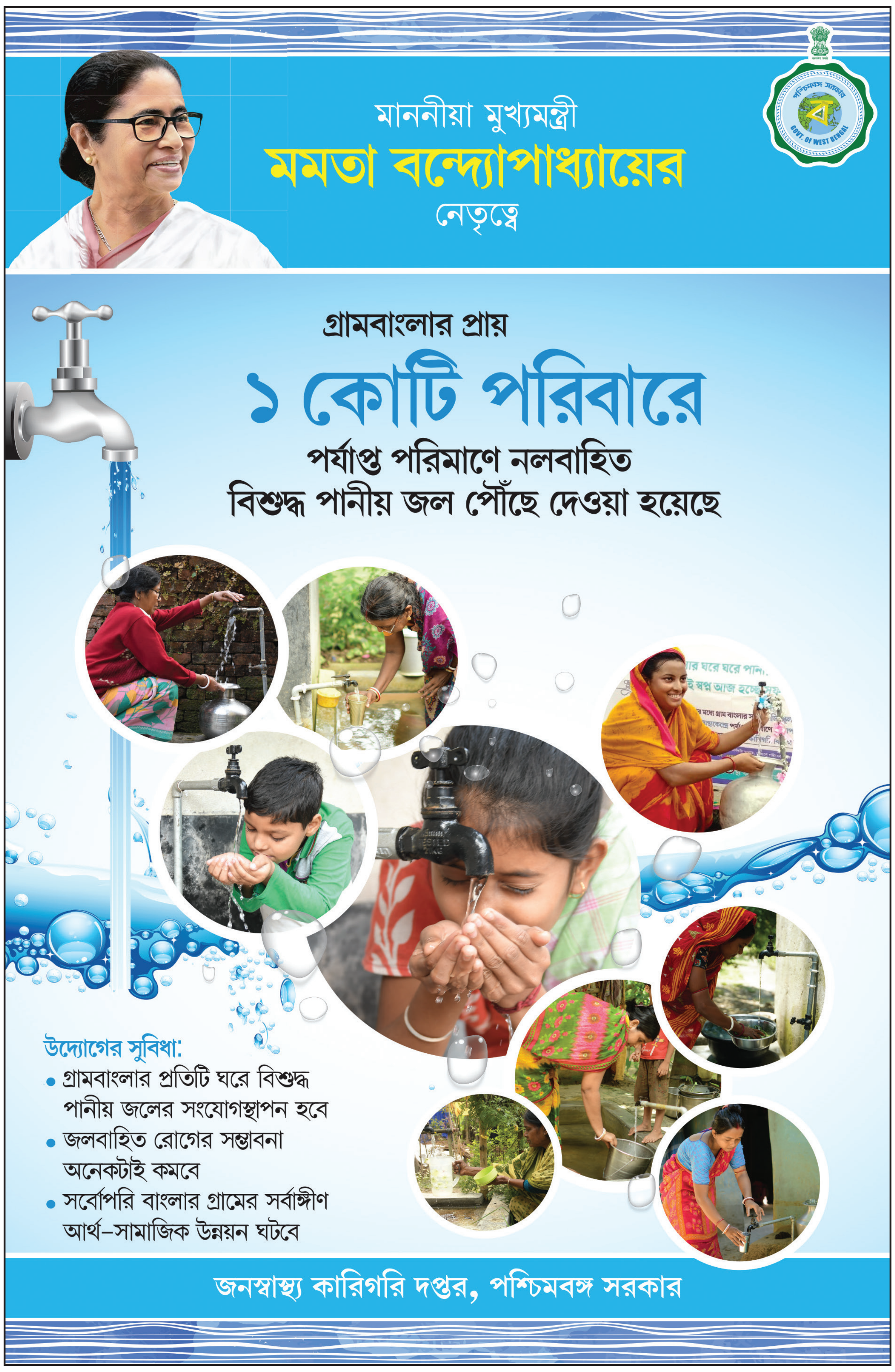
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নেতৃত্বে

গ্রামবাংলার প্রায়
১ কোটি পরিবারে
পর্যাপ্ত পরিমাণে নলবাহিত
বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে

উদ্যোগের সুবিধা:
- গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগস্থাপন হবে
- জলবাহিত রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে
- সর্বোপরি বাংলার গ্রামের সর্বাঙ্গীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com